



মহম্মদ সিনা'জা'ন আল-জফারি দখলি শাহ

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর বহাউর শাহ,

প্রথম খণ্ড

শ্রী(সমরেন্দ্রচন্দ্র)দেব বস্মা।

এস. সি. আচ্য এণ্ড কোং

৫৮ ও ১২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৩০.

[সর্বস্ব সংরক্ষিত]

**Printed by J. Banerji at the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane and 6 & 7, Bentinck Street, Calcutta.
Published by J. Banerji for Messrs. S. C. Auddy & Co.
58 & 12, Wellington Street, Calcutta.**

উপহার

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডি. লিট., সি. আই. ই.—যিনি আমাকে চিত্র, সঙ্গীত
এবং সাহিত্য-চর্চায় সর্বদা উৎসাহ প্রদান
করিয়া আসিতেছেন—তঁাহাকে এই
পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ
প্রদত্ত হইল ।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা

৫৯।১, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড,
কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ ।

সূচীপত্র

-:~:-

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা ...	১
বহাদুর শাহের কাব্যচর্চা ...	৩
উর্দু ভাষার উৎপত্তি ...	৪
বহাদুর শাহের কবিতা রচনা ...	৬
হিন্দী ও সচরাচর প্রচলিত ভাষায় রচিত কবিতা ...	৭
বহাদুর শাহের সূফীমতে অনুরাগ ...	৯
সূফীমতের কবিতা ...	১০
রিন্দ মত ...	১৫
রেঙ্গুনে বহাদুর শাহের মৃত্যু ...	১৫
বহাদুর শাহের মৃত্যুর তারিখ কবিতা দ্বারা উল্লেখ ...	১৬
বহাদুর শাহের রচিত কতিপয় কবিতা ...	১৯
ব্রজভাষা, ও খড়ীবোলী হিন্দী ...	৮৭

—:~:—

অবতরণিকা

ভুবনবিখ্যাত শাহানশাহ্ মহম্মদ জলালুদ্দীন অকবরের পরবর্তী মুগল বাদশাহ্গণ রসনার তৃপ্তিকর দ্রব্য ভোজন, স্তরাপান ও রমণীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিলাস-মাগরেই দিবানিশি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহারা কখনও বিদ্যানুশীলন করিতেন না—এইরূপ প্রায় লোকেই ধারণা। একথা যে একেবারে অপ্রকৃত এমন নহে। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে ছুই এক জন যে লেখাপড়া করিতেন এবিষয়ের নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে।

নূরুদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহ্ ঘোর মদ্যপায়ী হইলেও তাঁহার জীবনে সংঘটিত বিষয়াবলী বিবৃত করিয়া একটা “রোজ্‌নাম্‌চা” অর্থাৎ দৈনিক বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন—আর লিখিয়াছেনও ভালই। ঐ রোজ্‌নাম্‌চা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ফার্সী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

জহাঙ্গীর বাদশাহের পর তৈমূর বংশের মিট্ মিট্ প্রদীপ স্বরূপ দিল্লীর শেষ মুগল বাদশাহ্ “মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর বহাদুর শাহ্”—এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ভাগাহীন নামে মাত্র বাদশাহ্ যে ফার্সী ও

উর্দু ভাষায় সুপরিণত ও স্বকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কবিতা পর্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীতকলায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন—এইরূপ কথিত আছে।

পাশ্চাত্য ইতিহাসকারগণ বহাদুর শাহকে সর্বদা ভোগ-বিলাসে মজিয়া থাকিতেন লিখিলেও তিনি যে একজন স্বকবি ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল একথা অস্বীকার করিতে পারে নাই।

বহাদুর শাহের রচিত কবিতা প্রায়ই আমি পাঠ করিয়া থাকি, এবং সেই সমুদয় আগার নিকট অতি মর্মস্পর্শী বোধ হয়। এইজন্য তাঁহার কবিত্বের সম্বন্ধে অল্প দুই একটি কথা বলিয়া তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি কবিতা নির্বাচন পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ঐ সমস্ত কবিতা তাঁহার কাব্যকলার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত হইল। কবিতাগুলি পদ্যে অনূদিত হইলে সুপাঠ্য হইত। কিন্তু কবিতা লিখা আমার অভ্যাস না থাকায় গদ্যেই অনুবাদ করিয়াছি।

উর্দুর প্রাতিশব্দগুলি যথার্থভাবে যতদূর সম্ভব বাঙ্গলা করা গিয়াছে এবং পংক্তিগুলিও মূল কবিতার অনুযায়ী বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে ইহা সম্ভব হয় নাই তথায় ভাব ব্যঞ্জনাই করিয়াছি।

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর বহাদুর শাহ্

বিদ্যানুরাগী মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর “বহাদুর শাহ্” নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করিবার পূর্বাवधिই কাব্য-চর্চায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল, এবং সময়ের অধিক ভাগই কবিতা রচনায় তিনি অতিবাহিত করিতেন। কাথিত আছে—সেই সমুদয় কবিতা শাহ্নসীর নামক জনৈক কবির দ্বারা সংশোধন করাওয়া লওয়া হইত।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উক্ত কবি হৈদ্রাবাদে চলিয়া গেলে দিল্লী নিবাসী সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবি “জৌক”-এর সহিত তিনি কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ঐতিহাসিক জৌককেই তাঁহার কবিগুরু বলিতে হইবে।

এই কবির প্রকৃত নাম “মহম্মদ ইব্রাহিম”। “জৌক” তাঁহার “তখল্লুস” ভণিতায় প্রদত্ত নাম। সামান্য এক সৈনিকের পুত্র মহম্মদ ইব্রাহিম কেবল নিজ প্রতিভাবলে অতি কায়ক্লেশে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বহাদুর শাহের দরবারে প্রবিষ্ট হইয়া কবি-সমাজে বিশেষ আদৃত উচ্চপদ “মলিকুশ্শুৱা” অর্থাৎ রাজকবি উপাধি অর্জন করেন।

সেই সময়ে “মিজানমুহল্লা” খাঁ নামক উচ্চ বংশীয় আর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও দিল্লীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার তখল্লুস “গালিব” ছিল, এবং এই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত।

বহাদুর শাহ তাঁহার কবিগুরু মহম্মদ ইব্রাহীম জৌককে “মলিকুশ-শুৱা” উপাধি প্রদান পূর্বক যেরূপ সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি মির্জা অসফুলা খাঁ গালিবকেও “দবীরুলমুল্ক” “দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক” উপাধির দ্বারা ভূষিত করেন। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত দুই কবির মধ্যে কাব্যকলার সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা ছিল।

উর্দু ভাষার উৎপত্তির পর অবধি আজ পর্য্যন্ত এই ভাষার বহু কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত দুই কবির সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই—এইরূপ অনেকের অভিমত। তাঁহারা দুই জনেই উর্দু ভাষায় অতুলনীয় কবিতা রচনা করিয়া কবিসমাজে তাঁহাদের নাম অমর করিয়া গিয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত “মহম্মদ সমসুদ্দীন হাফেজ” যেমন পারস্য ভাষার অদ্বিতীয় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ “জৌক” ও “গালিবকেও” উর্দু ভাষার সেই শ্রেণীর কবি বলিলে এমন বিশেষ কিছু অতু্যক্তি হয় মনে করিনা।

উল্লিখিত ভাষার সম্বন্ধে দুই একটা কথা এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধে ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

উর্দু ভাষার
উৎপত্তি

উর্দু ভাষার জন্ম-স্থান ভারতবর্ষ, এবং ইহা অধিক পুরাতন নহে। ভাষাটিকে একপ্রকার আধুনিকও বলা যাইতে পারে। “সাহেব-এ-কিরান্ শাহজাহাঁ” বাদশাহ্ পুরাতন দিল্লীর উত্তরদিকে বর্তমান দুর্গ ও তাহার মধ্যস্থ বাদশাহী মহল ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ পূর্বক নিজ নামানুসারে ঐ অঞ্চল “শাহজাহানাবাদ” নামে অভিহিত করেন। সেই সময়ে তথায় যে একটা সূবহৎ “উর্দু” অর্থাৎ সৈনিক বাজার স্থাপিত হইয়াছিল,

তাহাতে নানা দেশীয় লোকের সমাবেশ ও গমনাগমন হেতু আরবী, ফার্সী ও হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া নূতন একটি ভাষা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভাষাটি “উর্দু” হইতে উদ্ভব হওয়াতে “উর্দু” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুগল সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব-কালেই তাঁহার রাজধানীতে নানা দেশীয় লোকের সমাগম ও সন্মিলনে এই ভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল।

উক্ত ভাষাকে ইংরাজেরা “হিন্দুস্থানী বোল” কহে। সর্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য লর্ড ওয়েল্‌স্লির শাসনকালে ইহা ফার্সীর পরিবর্তে ব্রিটিশ আদালত প্রভৃতি রাজ-কার্য্যালয়ে প্রচলিত হয়। এবং আজ পর্যন্ত উর্দু ভাষা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও আরও কতিপয় অঞ্চলে ঐরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

বর্ণিত ভাষা ব্রিটিশ রাজ কার্য্যালয়ে প্রচলিত হইলে ইংরাজ কর্মচারিগণের অধ্যয়নের উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে নানা অসুবিধা ঘটে। সেই সব অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান এবং “বাগ ও বহার” প্রভৃতি কতকগুলি গুণ পুস্তক ইংরাজ গভর্নমেন্টের আনুকূল্যে সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

উর্দু ভাষায় আরবী ও ফার্সীশব্দের আধিক্য হেতু ইহা লিখিতে ফার্সী অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কি গদ্যে কি পদ্যে ইহার স্থান বিশেষের পদবিন্যাস ফার্সী ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই করা হয় এবং ফার্সী কবিতার ছন্দেই বর্ণিত ভাষার কবিতাও রচিত হইয়া থাকে।

আদৌ উর্দুভাষা সাধারণতঃ বাক্যালাপেই ব্যবহৃত হইত। ইহাকে সাধারণ লোকের কথিত ভাষা বিবেচনায় হয় ননে করিয়া

কোন সাহিত্যিকই এই ভাষায় লেখাপড়া করিতেন না। যাহা হোক ক্রমবিকাশে ইহা উন্নত হইতে থাকিলে উক্ত ভাষায় কবিতাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে “সৌদা”, “জোক”, “আতশ”, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ বর্ণিত ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কিন্তু গালিব ব্যতীত তাঁহার কেহই কোন গদ্য পুস্তক লিখেন নাই।

বহাদুর শাহের
কবিতা রচনা

বহাদুর শাহ তাঁহার রচিত কবিতার ভণিতায় নিজ নাম “জফর”-ই তখল্লুস্ রূপে ব্যবহার করিতেন। উর্দু ভাষায় তিনি এত অধিক কবিতা লিখিয়াছেন যে, এইরূপ বহুসংখ্যক কবিতা আর কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার “কুলীয়াত” অর্থাৎ সম্পূর্ণ কবিতা-সংগ্রহ দেখিলে মনে হয়—ইহা যেন একটী কবিতার সমুদ্র।

সঙ্গীত চর্চা। ব্যতীত বহাদুর শাহের দরবারে প্রায়ই “মশ” আরা” (কবিসম্মিলন) হইত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত গজল অর্থাৎ গীতি কবিতার অনেকগুলি একসময়ে লোকে সচরাচর গাইত। যদিও অধুনা তাহা বিরল হইয়াছে, তথাপি সেই সমুদয় গজল যে একেবারে গীত না হয় এমন নহে—ঐসব গীতিকবিতা এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে গাইতে শুনা যায়।

সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবি “জোক” ও “গালিব”এর রচিত কবিতা অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিলেও বহাদুর শাহের রচিত কবিতা যে উক্ত দুই মহাকবির রচিত কবিতা হইতে কোন অংশে হীন—এইরূপ আমি মনে করি না। তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা

کریا گیا، سہی سمنس یمن سرنل و باور ماثریہ پرن، شکرولیل و سہیرلپ لالیلیمیل۔ بہادر شاہ یہ کرلر شکرل لہیلل کرمالہن، ہلہ اہار رکرل کرلرل نلکرل پریاویکرل کرلرل سسرلہل اکرلپنل ہل۔ اہار رکرل کرلرل ارایل اکرلرل باا انا ہلنل شکرل ارایل ہلہل ہل۔ ہلار اداہرنل سسرلپ نلرل اکرل کرلرل اکرلہل کرل ہل۔ اکرلرلرل ہلنل اکرل بااا رکرل اہار ار اکرل گکرل انراا کرلرلرل سہل دہولل ہل۔

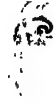
- کون نگر سے آئے ہم اور کون نگر میں باسے ہیں -
- جائینگے پھر ہم کون نگر کو ہوتے من میں ہراسے ہیں *
- کیسا ملک ہے کیسا روپیہ کیسی چال اور کیسی دھال -
- یاہی من کو اندیشے ہیں اور یاہی جی کو ساسے ہیں *
- دیس نیا ہے بھیس نیا ہے رنگ نیا ہے رنگ نیا -
- کون آنند کرے ہے راس اور رھتے کون آداسے ہیں *
- کیا کیا پھل دیکھ ہم نے پہلے اس پھلواہی میں -
- اب جو پھلے اس میں پھل ہیں ارہی اس میں باسے ہیں *
- دنیا ہے اب رین بسیرا بہت گئی رھل تھوڑی سی -
- آنسے کھدر سونا جارہی نیند میں جو کہ ننداسے ہیں *

কোন নগরসে আয়ে হম ঔর কোন নগরমেঁ বাসে হৈঁ,
 জায়েগে ফির হম কোন নগরকে। হোতে মন মেঁ ^{*}হরাসে হৈঁ
 কৈসা মুক্ক হৈ কৈসা ^{*}রুগীয়া কৈসী চাল ঔর কৈসী ঢাল,
 যাহী মনকে। ^{*}অন্দেশে হৈঁ ঔর যাহী জীকে। সাসে হৈঁ।
 দেস নয়্যাই ভেস নয়্যাই রঙ্গ নয়্যাই হৈ ঢঙ্গ নয়্যাই,
 কোন আনন্দ করেহৈ ওয়াঁ ঔর রহতে কোন উদাসে হৈঁ।
 ক্যা ক্যা ফুল দেখে হমুনে পহলে ইস ফুলওয়ারী মেঁ,
 অব্ জো ফুলে ইসমেঁ ফুলহৈ ঔরহী ইন্মে বাসে হৈঁ।
^{*}ছনীয়া হৈ এক রয়ন বসেরা বহুত গয়ী রহা থোরীসী,
 উনসে কহদো সো না জাওয়ে নীঁদমে জোকি নিন্দাসে হৈঁ।

অনুবাদ

কোন নগর হইতে আমি আসিয়াছি আর কোন নগরে বাস করি,
 আবার কোন নগরে যাইব মনে আশঙ্কা হইতেছে।
 কেমন দেশ, কেমন টাকা, কেমন চাল আর কেমন চলন,
 ইহাই মনে সন্দেহ হইতেছে আর ইহাই প্রাণে ধোঁকা লাগিতেছে
 দেশ নূতন, বেশ নূতন, রঙ্গ নূতন, ঢং নূতন,
 কে সেখানে আনন্দ করিতেছে আর কে উদাস রহিয়াছে।

* এই কবিতার চিহ্নিত চারিটা শব্দ ব্যতীত আর সমস্তই হিন্দী, তার মধ্যেও অনেকগুলি প্রচলিত ভাষার শব্দ।



এই উদ্ভানে প্রথম আমি কি কি ফুল দেখিয়াছি,
এখন ইহাতে যে ফুল ফুটিয়াছে তাহার অনুরূপ ভ্রাণ পাইতেছি।
ধরা এক রাত্রির বাসস্থান তার অধিকাংশ চলিয়া গিয়াছে আছে অল্পই
উহাকে বলিয়া দেও শুয়ে যেন নাপড়ে নিদ্রায় যে চेतন হারায়।

বহাদুর শাহ্ রেজুনে নির্বাসিত হইয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন
বলিয়া মনে হয়।

কথিত আছে—বহাদুর শাহ “তসৌঅফ্” অর্থাৎ সূফী মতের
অনুরাগী ছিলেন, এবং সচরাচর তিনি ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত
সূফী মতসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই মতের উপর তাঁহার বিশেষ
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকাতে তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা করিয়াছেন,
তন্মধ্যে অনেকগুলিই সূফী ভাববাজুক। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেই
সব কবিতা সূফীগণের মজলিসে আদরে গীত ও আবৃত্তি করা হইত।

বহাদুর
শাহের সূফী
মতে অনুরাগ

“সূফী” মত বেদান্তেরই অনুরূপ। “নিয়োগ্লেটনিজম্” হইতে
উক্ত মতের উদ্ভব হইয়াছে—এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত।
কিন্তু বেদান্ত হইতেই সূফীমত উৎপন্ন হইয়া থাকা সম্ভব। কারণ
বেদান্তের মূল মন্ত্র যেমন “সোহং,” ঠিক তাহারই প্রতিশব্দ “অন্বল্
হক্”ও সূফীগণের মূলমন্ত্র। এ দুইটি শব্দের অর্থ “ব্রহ্ম ও আমি
অভিন্ন” এই একই কথা।

বৈষ্ণবেরা স্বয়ং প্রেমিকা হইয়া শ্রীভগবানকে যেমন প্রেমিক বা
পতিভাবে আরাধনা করে, সূফীগণও সেই প্রকার স্বয়ং প্রেমপিপাসী
হইয়া শ্রীভগবানকে প্রেমপাত্রী রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে।

ইরান দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ শমসুদ্দীন হাফেজ ও অন্যান্য কবিদিগের রচিত সূফীভাব ব্যঞ্জক কবিতা নিচয়ে যে সুন্দরী, সুরা ও নিরাশ প্রেমিকের বিলাপ বর্ণিত আছে, সে সুন্দরী কে ? সুরা ও নিরাশ প্রেমিকের বিলাপই বা কি ? সুন্দরী—শ্রীভগবান্ । সুরা তাঁহারই প্রেমে মত্তকারী মদিরা রূপ ভক্তি ; আর সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সমীপে পঁছছিয়া তাঁহাতে যে লীন হইতে পারিতেছেন, এই দুঃখময় আৰ্ত্তনাদই বিরহীর বিলাপ ।

হাফেজ এবং অপরাপর কবিগণ সুফীতাব সম্বিত কবিতা দুই অর্থ প্রকাশক প্রহেলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন—এই জন্য ঐ সব কবিতার প্রকৃত ভাব উদ্ধার করিতে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। ঐ শ্রেণীর যে সমুদয় কবিতা বহাদুর শাহ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটি স্পষ্টরূপে লিখিত হওয়াতে সেই সব কবিতার প্রকৃত অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ একটি কবিতা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

جو عرش سے ہے فرش تلک سب اسی میں ہے - دیکھہ آنکھ کھول کر
کیا کیا نہیں ہے اس میں سب کچھ اسی میں ہے - پر چاہئے نظر *
دل اپنا پہ زنگِ کدورت سے صاف کر - مانندِ آئینہ
پھر تو بغور دیکھہ اس آئینہ میں ہے - کیا حسن جلوہ گر *
پیدا نگاہ کر کہ تجلی حسنِ یار - سب جا ہے اشکار
شعلہ سے طور کے نہیں کم روشنی میں ہے - پر سنگ کا شرر *
کیوں کعبہ و کنشت میں سر مارتا ہے تو - سر گرم جستجو
تر جسکو دھونڈھتا ہے چھپا رہ تجھی میں ہے - پر تو رہ بے خبر *

جوشِ بہارِ حسن سے کس گل کے اے صباہ ، ھ یہ جنونکا جوش
 مصروف اس قدر جو گریباں دري ميں ھ - ھر غنچہ ھر سحر *
 ھ دورِ جام و صحبتِ يارانِ زندہ دل - كيفيتِ حباب
 کچھ ھ اگر مزا تو يہي زندگي ميں ھ - باقي ھ دورِ سر *
 ھ خود پرست پوچھتا ھ خدا کي راہ - ھ رہ بہت قریب
 گم کردہ راہ آپ تو اپني خودي ميں ھ - اس سے ھ دور تر *
 صد داغِ سوزِ عشق سے کہا بلکہ صد ہزار - ھر داغ دل پہ تو
 لذت تجے نصیب اگر عاشقي ميں ھ - اے سوختہ جگر *
 افشائے راز عشق نہ کر کہے جي کي بات - پردہ هي خوب ھ
 جي هي ميں ايّے رہے نہ ھ جو کچھ کہے جي ميں ھ - خاموش اے ظفر *

জো অরশ সে হৈ ফরশ্ তলক সব ইসী মেঁ হৈ

দেখ্ আঁখ খুলকর্,

क्या क्या नहिँ हৈ इस मेँ सबकुछ इसी मेँ हৈ

পর চাহীয়ে নজর ।

दिल् अपना पहिला अङ्ग-ए-कदूरत से साफ् कर

मानिन्द ए-आइना,

फिर् तू बगौर देख इस आइना मेँ है

क्या हसन जलुघागर ।

पैदा निगाह् कर कि तजल्ली-ये-हसन-ए-इयार

सब या है आश्कार,

শুলাসে তুরকে নহী কম রোশনী মেঁ হৈ

পরসঙ্গকা শরব্ ।

কুঁয় কবাও কুনিশ্ত মেঁ সির মারতা হৈ তু

সর গরম জস্তজু,

তু জিস্কু দুগুতা হৈ ছিপা ওহ্ তুঝি মেঁ হৈ

পর তু হৈ বে খবর ।

জোশ-এ-বহার-এ-হুসনসে কিস গুলকে ঐ সবা

হৈ য়হ্ জনুনকা জোশ,

মসরুফ ইস কদর জো গরিবান্ দরী মেঁ হৈ

হর গুঞ্চা হর সহর ।

হৈ দৌর-এ-জাম্ ও সহবত-এ-ইয়ারান-এ-জিন্দা দিল

কৈফিয়ত-এ-হবাব,

কুছ্ হৈ অগর মজা তো এহী জিন্দগী মেঁ হৈ

বাকী হৈ দর্-এ-সির ।

হৈ খোদ পরস্ত পুছতা হৈ খুদা কি রাহ

হৈ ওহ্ বহত করিব,

গুম করদা রাহ আপ তু অপনী খোদী মে হৈ

ইসমে হৈ দূরতর ।

সদ দাগ-এ-সোজ-এ-ইশ্কসে থা বন্ধি সদ হাজার

হর দাগ দিলপতু,

লজ্জত তুঝে নসিব অগর আশকী মেঁ হৈ

অয় সোখতা জিগর ।

ইফশা-এ-রাজ-এ-ইশ্ক নকর কহকে জী কি বাত
 পরদা হি খুব হৈ,
 জীহী মেঁ অপনে রহনেদে জো কুছ কি জী মেঁ হৈ
 খামুশ ঐ “জফর” ।

অনুবাদ

স্বর্গ হইতে মর্ত্য পর্যন্ত যাহা আছে, সব এতে আছে
 চোখ মেলে দেখ,
 কি ইহাতে নাই, সব কিছু ইহাতে আছে
 কিন্তু দৃষ্টিশক্তি চাই ।
 নিজ হৃদয় প্রথমে মলিন মরিচা হইতে পরিষ্কার কর
 দর্পণের মত,
 তার পর মনোযোগ দিয়ে দেখ—ঐ দর্পণে আছে
 কি সুস্পষ্ট সৌন্দর্য্য ।
 চক্ষু জন্মা, তবে দেখিবি বঁধুর উজ্জ্বল ভাতি
 সর্বত্র প্রকাশিত,
 *
 তুর পর্বতের অগ্নিশিখাতে আলো ন্যূন নহে
 কিন্তু সে প্রস্তরের চমক ।
 কেন তুই মন্দির ভজনালায়ে ও দেবমন্দিরে শির প্রহার
 করিতেছিস্, অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া,

* তুর পর্বত হইতে মোজস ঈশ্বরের আদেশ আনিবার কালে তথায়ই উজ্জল আলো প্রদীপ্ত হইয়াছিল—এইরূপ কথিত আছে ।

তুই যার অনুসন্ধান করিতেছিস্ সে তোরই ভিতর লুকাইয়া আছে
কিন্তু তুই জানিতে পারিতেছিস্ না ।

হে প্রাতঃসমীরণ, বসন্ত-সৌন্দর্য্যের উভেজনায কোন্ ফুলের
এই উন্মত্তের উন্মাদনা,

কণ্ঠবাস মুক্ত করিতে (বিকসিত হইতে) এরূপ ব্যস্ত হইয়া আছে
প্রতি কুসুমকলিকা প্রতি প্রভাতে ।

উৎফুল্লচিত্ত বন্ধুগণের সমাবেশ ও একের হস্ত হইতে অপরের
হস্তে সুরাপাত্রের পরিচালন, বৃদ্ধবৃদ্ধের মত,

যদি কিছু সুখভোগ থাকে তবে এই জীবনেই
তারপর শিরঃপীড়ামাত্র ।

স্বার্থসেবী হও কিন্তু ভগবানের পথ জিজ্ঞাসা কর
তাহা অতি নিকটেই,

তুই স্বয়ং অভিমাণে পথ হারাইয়াছিস্
ইহাতেই দূরতর হইয়াছে ।

প্রেমানলের শত দন্ধচিহ্ন সহিয়া লও
প্রতি দাগ তোর হৃদয়ে—

প্রেমের সুখ ভোগ যদি তোর ভাগ্যে থাকে
অরে দন্ধ হৃদয় ।

মনের কথা বলিয়া প্রেমের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিস্না
উহা অতি গোপনীয়,

নিজ মনেই রাখিয়া দে, যাহা কিছু মনে আছে
রে “জফর” চুপ্ থাক্ ।

বহাদুর শাহ তাঁহার রচিত দুই একটা কবিতার স্থান রিন্দ মত বিশেষে “রিন্দ” মতেরও প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, এই ভাবুক কবি যেন ঐ মতের প্রতিও অন্ধাবান ছিলেন।

সুরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তিকে ফার্সী ভাষায় “রিন্দ” কহে। এই নামে খ্যাত সাধকেরা রোজা, নমাজ ইত্যাদি মুসলিম ধর্ম-বিধানের কোন ধার ধারেন না। মৃত্যু বশতঃ যে তাঁহারা এইরূপ করেন তাহা নহে—জ্ঞানবলেই রিন্দগণ এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-গণ যাঁহাদিগকে ফ্রিথিংকর (Free-thinker) কহে তাঁহারা সেই মতাবলম্বী।

উল্লিখিত পন্থায় উপাসকেরা সুরাপায়ী ব্যক্তির নাম উন্মত্ত হইয়া দিবা নিশি শ্রীভগবানের প্রেমরূপ মদিরাতে মজিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহারা “রিন্দ” নামে প্রসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বণিত কবি বাদশাহ আমরণ কাব্যানুশীলনে দিন যাপন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি যে সমস্ত ছুঃখময় কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সমুদয় অতি মর্শ্মভেদী। ব্যথার ব্যথী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তি কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিতা লিখিতে পারিবে কিনা—ইহা সন্দেহজনক।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বহাদুর শাহ বৃদ্ধ বয়সে নির্বাসিত হইয়া রেঙ্গুনে অবস্থান করিবার কালে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের একাদশ দিনে তথায় কালকবলে পতিত হন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ

রেঙ্গুনে
বহাদুর
শাহের মৃত্যু

ও যুত্‌য়ার বৎসর উছ্‌ ভাষায় রচিত একটী কবিতায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

سراجِ دین بو ظفر مسافر رہ سوے جنتِ ہوا روانہ -
 کہ جس کے باعث مئے خوشی سے چھلک رہا تھا ایاغِ دہلی *
 ”چراغِ دہلی“ چلوس ۵ سال ہے سواب بھی مطابق اُسکے -
 سررشِ عیبی کے سالِ رحلت تھا ”بجھا ہے چراغِ دہلی *

সিরাজ-এ-দীন বুজফর মুসাফির ওহ্

সুয়ে জিন্ত হোয়া রোয়ানা,

কি জিস্কে বা'এস্ মৈ-এ-খুশীসে ছলক্ রহাথা

অয়াগ্-এ-দেহিলী ।

“চিরাগ-এ-দেহিলী” জনুসকা সালহৈ

সু অবভী মূতাষিক্ ইস্কে,

সরুশ-এ-গৈবীনে সাল-এ-রিহলত্‌ কথা

“বুবা হৈ চিরাগ্-এ-দেহিলী ।”

অনুবাদ

পথিক সিরাজ-এ-দীন বুজফর

সুৰধামে যাত্রা করিয়াছেন,

যাহার কারণ পান-পাত্র-রূপ দিল্লী

প্রমোদ-সুৰাতে উচ্ছলিত হইত ।

“দিল্লীর প্রদীপ” এই কথা সিংহাসনারোহণের সন বুঝায়

এবং এখনও তাহা ঐরূপ জ্ঞাপন করে,

“দিল্লীর প্রদীপ নিবিয়াছে” এই কথায়

অদৃশ্য হইতে এক দেবদূত তাহার মৃত্যুর তারিখ কহে ।

আরবী ও ফার্সীতে অব্জদ্ অর্থীৎ অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা নির্ণয়ের যে প্রণালী আছে, তদনুসারে “চিরাগ-এ-দেহিলী” (দিল্লীর প্রদীপ) কথার কয়েকটি অক্ষর ১২৫৩ সংখ্যা বুঝায় । উল্লিখিত কবিতাশ্রুতমারে সেই হিজরীতে বহাদুর শাহ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন এবং “বুঝাই চিরাগ-এ-দেহিলী” (দিল্লীর প্রদীপ নিবিয়াছে) একথার কয়েকটি অক্ষরে ১২৭৯ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রকাশ করে ।

নামে মাত্র হইলেও দিল্লীর বাদশাহ্ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত হতভাগ্য বহাদুর শাহ্ ভাগ্যদোষে জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়া শেষ জীবনে যে ভাবে দিন যাপন করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিতে গেলে মনে হয় যেন, তাঁহার রচিত কবিতার নিম্নলিখিত “মতলা” অর্থীৎ প্রথম দুই পংক্তি গোরের নীচ হইতে তিনি করুণ স্বরে গাইতেছেন ।

پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا -
ارے آہ دامنِ باد نے سرِ شامِ ہی سے بچھا دیا *

পস-এ-মর্গ মেরে মজার পর জো দীয়া কিসিনে জলাদিয়া,
উসে আহ্ দমন-এ-বাদনে সর-এ-শাম্‌হিসে বুঝাদিয়া ।

অনুবাদ

মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপরে
 কোন ব্যক্তি যে প্রদীপটী জ্বালাইয়া দিয়াছিল,
 দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহা
 সঙ্ক্যার প্রারম্ভেই নিবাইয়া দিয়াছে ।

মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর বহাদুর শাহ্ এ নশ্বর ধরার দুঃখ তাপ
 পদদলিত করিয়া তাঁহার চিরবাহিত প্রিয়জনের সহিত মিলন-উদ্দেশ্যে
 চির-স্বপ্নময় অবিদ্যার দেশে চলিয়া গিয়াছেন—সেখান হইতে আর
 ফিরিবেন না । সাধারণের স্মৃতি হইতেও তাঁহার কথা কালক্রমে
 মুছিয়া যাইতে পারে । কিন্তু যে সমুদয় সুললিত কবিতা তিনি রাখিয়া
 গিয়াছেন, সেই সমুদয় তাঁহার কাহিনী উচ্চ ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি
 মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক রাখিবে ।

বহাদুর শাহের রচিত কতিপয় কবিতা

গزل

نہ درویشوں کا خرقة چاہئے نہ تاج شاہانا -

* مجمع تر هوس دے اتنا رهوں میں تجھے پہ دیوانا *

کتابوں میں دھرا ہے کیا بہت لکھ لکھ کے دھو ڈالیں -

* ہمارے دل پہ نقش فی الحجر ہے تیرا فرمانا *

ندیکھا رہ کہیں جلوہ جو دیکھا خانہ دل میں -

* بہت مسجد میں سر مارا بہت سا دھونڈا بٹخانا *

کچھ ایسا ہو کہ جس سے منزل مقصود کو پہونچوں -

* طریق پارسائی ہو رہے یا ہر راہ رندانا *

یہ ساری آمد و شد ہے نفس کی آمد و شد پر -

* اسی تک آنا جانا ہے نہ پھر جانا نہ پھر آنا *

ظفر وہ زاهد بیدرد کی ہو حق سے بہتر ہے -

* گرے گر رند درد دل سے ہاؤ ہوئے مستانا *

-:O:-

গজল

ন দরওয়েশৌকা খিরকা চাহিয়ে ন তাজ্-এ-শাহানা,

যুঝে তো হওস্ দে এতনা রহ্ মৈ তুঝ প দিওয়ানা।

কিতাবৌ মৈ ধরাইহে ক্যা বহুত লিখ্ লিখ্কে ধো ডালে,

হমারে দিল প নক্শ-এ-ফিলহজর হৈ তেরা ফরমানা।

ন দেখা ওহ কহিঁ জলোয়া জো দেখা খানা-এ-দিলমৈ,

বহুত মসজিদমৈ সির মারা বহুত সা চুঁড়া বুতখানা।

কুছ ঐসা হো কি জিসসে মঞ্জল-এ-মকসদুকে। পছ'চু',
 তরিক-এ-পারসাই হো ওয়ে ইয়া হো রাহ-এ-রিন্দানা।
 য়হ সারি আমদ ও শুদুহে নফসুকি আমদ ও শুদপর,
 উসি তক আনা যানাহে ন ফির যানা ন ফির আনা।
 “জফর” ওহ্ জাহিদ বেদর্দাকি হো হকসে বেহেতরহে,
 গিরে গর রিন্দ দর্দ-এ-দিলসে হাও হোয়ে মস্তানা।

-:O:-

অনুবাদ

দরওয়েশগণের থিকো চাইনা, রাজমুকুটও চাইনা,
 তোর জন্যই যেন উন্মত্ত থাকি আমাকে এই বাসনা দে।
 নানা গ্রন্থে কত কি আছে তার অনেক লিখিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছি,
 আমার হৃদয়ে তোর আদেশ শিলালিপির স্থায় রহিয়াছে।
 কোথাও সেই উজ্জ্বল রূপ দেখি নাই হৃদয়-মন্দিরে যাহা দেখিয়াছি,
 অনেক মসজিদে মাথা কুটিয়াছি, অনেক মন্দিরে খোঁজিয়াছি।
 এমন কিছু উপায় হয় যে, যাহাতে উদ্ভিক্ত স্থানে পছ'ছা যায়,
 তাহা পবিত্র পন্থীগণের মতেই হউক, বা “রিন্দ” গণের মতেই হউক।
 এই সব আসা যাওয়া আত্মারই যাতায়াত,
 ঐ পর্যন্ত আসা যাওয়া করা চাই, আর যেন ফিরিয়া আসিতে
 ও যাইতে না হয়।
 “জফর” ঐ হৃদয়হীন সম্মানী হইতে ভাল—
 যদি সহৃদয় রিন্দের হাতে পড়ে, সে উন্মত্তই হউক না কেন।

غزل

ہم نے دنیا میں آئے کیا دیکھا
 دیکھا جر کچھ سو خواب سا دیکھا
 ہے تو انسان خاک کا پتلا
 لیک پانی کا بلبلا دیکھا
 خوب دیکھا جہان کے خواب کو
 ایک تجھ سا نہ دوسرا دیکھا
 ایک دم پر ہوا نہ باندہ حباب
 دم کو دم بھر میں یہاں ہوا دیکھا
 سامنے اُس نگاہ کے دل کو
 ہدفِ نازِ قضا دیکھا
 نہرے تری خاک پا ہم نے
 خاک میں آپ کو ملا دیکھا
 اب نہ دیجے ظفر کسی کو دل
 کہ جس سے دیکھا بے وفا دیکھا

গজল

হম্মনে ছুনিয়ামেঁ আকে ক্যা দেখা,
 দেখা জো কিছু সো খোঁআব সা দেখা ।
 হৈ তো ইন্সান্ খাক্কা পুতলা,
 লেক্ পানীকা বুলবুলা দেখা ।
 খুব দেখা জহানকে খুবাঁকো
 এক তুঝসা ন ছুস্‌রা দেখা ।
 এক দম পর হওয়া ন বান্ধ হবাব্
 দমকো দম ভরমেঁ ইহাঁ হওয়া দেখা ।
 সামনে উস নিগাহ্‌কে দিলকো
 হদফ্-এ-নাওক্-এ-কজা দেখা ।
 নহোয়ে তেরী-খাক্-এ-পা হামনে
 খাক্‌মেঁ আপকো মিলা দেখা ।
 অব ন দিজে “জফর” কিসীকো দিল,
 কি জিসসে দেখা বেওফা দেখা ।

————:O:————

অনুবাদ

ধরাতে আসিয়া আমি কি দেখিলাম,
 যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই স্বপ্ন যেন দেখিলাম
 মনুষ্যকে তো যুক্তিকার পুতলী
 কিংবা জল বুদ্ধবুদের স্বরূপ দেখিলাম ।

অগতের সুন্দরীদিগকে উত্তম রূপে দেখিয়াছি,

তোর মত দ্বিতীয় আর দেখি নাই।

বুদ্বুদ এক নিমেষে গর্ব করিও না,

জীবনকে এখানে পলকে বায়ুতে লীন হইতে দেখিয়াছি

ঐ দৃষ্টির সম্মুখে হৃদয়কে—

স্বত্বাণের লক্ষ্য-স্থল দেখিয়াছি।

আমি তোর পদ-ধূলি হই নাই,

আমাকে ধূলার সহিত মিশ্রিত দেখিলাম।

“জফর” এখন কাহাকেও হৃদয় সমর্পণ করিও না

যাহাকে দেখিয়াছি তাহাকেই অকৃতজ্ঞ দেখিলাম।

—:o:—

غزل

دل کا آئینہ جب صفا دیکھا -

وہ جو پنہاں تھا برملا دیکھا *

تر وہ یکتا ہے قری صورت کا -

نہ سزا اور نہ دوسرا دیکھا *

یہ جہاں ہے عجب تماشا گاہ -

ہر تماشا یہاں نیا دیکھا *

ہم نے راہِ وفا میں غیر از عشق -

کوئی اپنا نہ رہ نما دیکھا *

খাক دنیا کی سیر کی ہم نے -

* یہ تو اک یوں ہی خواب سا دیکھا *

کہول کر آنکھ اپنی مثلِ حباب -

* کچھ نہ ہم نے بجز فنا دیکھا *

عشق ہے یا بلا کہ اس میں ظفر -

* ایک عالم کو مبتلا دیکھا *

—————:O:—————

গজল

দিলকা আইনা জব সফা দেখা,

ওহ্ জো পিনহাঁ থা বরমলা দেখা ।

তু ওহ্ একতা হৈ তেরী সুরতকা,

ন স্ননা ঔর ন দুসরা দেখা ।

য়হ জহান হৈ অজব তমাশা গাহ্,

হর তমাশা ইহাঁ নম্মা দেখা ।

হম্নে রাহ্-এ-ওফামে গৈর অজ্ ইশ্ক,

কোই অপনা ন রহ্নুমা দেখা ।

খাক্ দুনিয়াকী সৈর কী হম্নে,

য়হতো এক যোহী খোঁআব সা দেখা

খোলকর আঁখ অপনী, মসল-এ-হবাব—

কুছন হম্নে বজুজ, ফণা দেখা ।

ইশ্ক হৈ যা বলা কি ইস্মে “জফর”

এক আলমুকে মবতলা দেখা ।

-:o:-

অনুবাদ

হৃদয়-মুকুর যখন পরিষ্কার দেখিয়াছি

সে যে লুকায়িত ছিল তাহাকে সুপ্রকাশিত দেখিলাম

তুই সেই—তোর রূপের তুলনা নাই,

হেন রূপ দ্বিতীয় দেখি নাই, আর শুনি নাই ।

এই বিশ্ব একটি অদ্ভুত রঙ্গভূমি,

এখানকার সমস্ত রঙ্গই নূতন দেখিলাম ।

সত্য-পথে আমি প্রেম ব্যতিরেকে—

কাহাকেও আমার পথপ্রদর্শক দেখিলাম না ।

সারাটি জগৎ আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি,

সমস্তই স্বপ্নের মত দেখিলাম ।

আমি চোখ মেলিয়া বুদ্ধদের মত—

ধ্বংস ব্যতীত কিছুই দেখিলাম না ।

প্রেমই হউক অথবা আপদই হউক তাহাতেই “জফর”

সারা জগৎকে বিজড়িত দেখিতে পাইলাম ।

غزل

- چلا گیا شبِ غمِ دل کا داغ صبح کے وقت -
- رگزنہ ہوتے ہیں گل شبِ چراغ صبح کے وقت *
- نسیم صبح کے جھونکے سے ہو گراں خاطر -
- چمن میں جاے جورۂ خروش دماغ صبح کے وقت *
- شبِ رصال میں گھبرا کے رہ اُتے چونک کر -
- لگی جربول نے کنجشک و زاغ صبح کے وقت *
- چمن میں کون صبحی کو آئے گا ساقي -
- گلوں کے دھوئے ھے شبنم ایام صبح کے وقت *
- سفر کی فکر کر اے غافل آگئی پیری -
- پڑا ہوا ھے تو کیوں با فراغ صبح کے وقت *
- یہ لاغری ھے کہ بستر پہ رات بھر مجھکو -
- اجل نے دھونڈھا جو پایا سراغ صبح کے وقت *
- ظفر نے خواب میں کس گل کو رات دیکھا تھا -
- کہ اُٹھا خواب سے ہو باغ باغ صبح کے وقت *

—:O:—

گاجن

- چلا گیا شبنم-اگر-دلکا داغ سبھکے وقت،
- اگرنا ہوتے ھے گل شبنم-اگر-دلکا داغ سبھکے وقت ۔
- نسیم-اگر-سبھکے کونکے سے ہو گراں خاطر،
- چمن میں ھے جورۂ خروش دماغ سبھکے وقت

শব-এ-ভিসাল্ মে ঘভ্রাকে ওহ উঠে চৌক, কর,
 লগী জো বোলনে কজ্জশক্ ও জাগ্ সুবহকে ওক্ত ।
 চমন মেঁ কোন সবুহী কো আয়েগা সাকী,
 গুলোঁকে ধোয়ে হৈ শব্‌নম্ অয়াগ্ সুবহকে ওক্ত ।
 সফরুকী ফিকির্ কর ঐ গাফিল আগয়ী পীরী,
 পড়া হোয়া হৈ তু ক্যঁ বফরাগ সুবহকে ওক্ত ।
 য়হ লাগরী হৈ কি বিস্তর প রাত ভরু মুঝ কো,
 অজলনে ঢুঁতা জো পায়ী সুরাগ সুবহকে ওক্ত ।
 জফরনে খোঁআব্ মে কিস্ গুলকো রাত দেখা থা,
 কি উঠা খোঁআব সে হো বাগ্ বাগ্ সুবহকে ওক্ত ।

-:০:-

অনুবাদ

রজনীর মনছুঃখের দন্ধ-চিহ্ন প্রভাতে চলিয়া গিয়াছে ;
 নতুবা নিশার প্রদীপ উষাতে নিবিয়া যাইত ।
 প্রাতঃসমীরণের হিল্লোলে স্মৃতিহীন বোধ হইলে,
 মালঞ্চ গমন কর সেই উৎফুল্লকারী প্রভাত কালে ।
 মিলন-যামিনীতে সে শঙ্কিত হইয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল,
 প্রভাতে যখন চটক পাখী ও কাক ডাকিতে লাগিল ।
 সাকী—প্রভুষের কোন্‌ সুরাপায়ী মালঞ্চে আসিবে,
 সুরাপাত্ররূপ কুসুম নিচয়কে প্রাতে শিশির ধৌত করিয়াছে ।

গজল

দেতা হৈ জো মজা তেরে লব্ধে কলাম্-এ-তল্খ,
 রখতি হৈ কব য়হ লুত্ফ মৈ-এ-লাল ফাম তল্খ ।
 সৈয়দ আব ও দানাকী তু পুছতা হৈ ক্যা,
 হৈ অবতো জিন্দগী ভী মুখে জের-এ-দাম তল্খ ।
 ক্যা ক্যা গজব্ সে জহর ওগল্তে হো তুম ওলে—
 এক হরফ মুঁসে কহতা নহিঁ য়হ গুলাম তল্খ ।
 সফ্রায়ে রঞ্জ ও গমসে হৈ তেরে মরেজ্কা—
 মুঁ তল্খ হল্ক তল্খ জবান তল্খ কাম তল্খ ।
 হৈ শীশা-এ-সিপহর মেঁ জহর আব্ যায়ে মৈ,
 কুঁকর ন অয়েশ এ-বজম-এ-জহাঁ হো মুদাম্ তল্খ ।
 গো হরফ-এ-পন্দ তল্খ হৈ পর্ দিলমেঁ রখ “জফর,”
 এক রোজ য়হ দৌআ তেরে আয়েগী কাম তল্খ ।

আনুবাদ

তোর মুখের উগ্র কথা যে স্বথ প্রদান করে,
 লোহিত বর্ণের উগ্র স্বরাতে কোথায় সে রস ।
 খাচ ও পানীয়ের বিষয় ব্যাধ তুই কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্,
 ফাঁদের নীচে এখনতো আমার জীবনও তিত্ত হইয়াছে

کی اچھ ٲا بے ٲوہ بیه ٲدگار کریتےہیں—تٲا پی

اے داس اکٲی ٲ تیکٲ کٲا بلیتےہے نا ۔

توہر ٲوٲ ٲ ٲا پےر پیٲے رےگیہر—

مٲ تیکٲ، کٲٲنالی تیکٲ، کٲیہا تیکٲ ٲ ٲا نو

تیکٲ ہئیہا ہے ۔

مدرار اُراہی اُنیل گگن اُرار پربرتے تیکٲ باریتے پُرن،

ٲراتلےر بلیاس-سمنیلن کین نیرنٲر تیکٲ ہئبےنا ۔

ٲپدےش باگی تیکٲ ہئلے ٲ منے راٲیہا دیس ”کفر،“

اے تیکٲ ٲٲٲہئ اکدین توہر کاہے آسبے ۔

غل

سامانِ مسرت دلِ پُرنم سے نہ ہوگا -

* ہم غم سے جدا ہونگے یہ غم ہم سے نہ ہوگا

ہراشک کے قطرے بہے سیکڑں دریا -

* کیا کیا نہ ابھی دیدہ پُرنم سے نہ ہوگا

گر بوسہ ہمیں درگے تر ہم دل تمہے دیںگے -

* گر تم سے نہ ہوگا رہ تو یہ ہم سے نہ ہوگا

کیا تاب ہے ہو سامنے آس تیغِ نگاہ کے -

* ایسا ہی جگر میرا ہے رستم سے نہ ہوگا

ہم شرط یہ کرتے ہیں کہ بیمار تمہارا -
 چنگا رہ کبھی عیسیٰ مریم سے نہ ہوگا *
 ذرہ جو ظفر کے درِ دولت کی ہے مشتاق -
 کم رتبے میں رہ نیر اعظم سے نہ ہوگا *

-:::-

গজল

সামান-এ-মসর'ত দিল-এ-পুরগমসে ন হোঁগা,
 হম গমসে জুদা হোঁগে প গম হমসে ন হোঁগা ।
 হর অশ'ককে কত্রোঁসে বহে সৈকড়েঁ। দরিয়া,
 ক্যা ক্যা ন অভী দীদ-এ-পুরনমসে ন হোঁগা ।
 গর বোসা হমেঁ দোগে তো হম দিল তুমহে দেঁগে,
 গর তুমসে ন ওহ হোঁগা তো যহ হমসে ন হোঁগা ।
 ক্যা তাব হৈ হো সামনে উস তেগ-এ-নিগাহ্ কা,
 ঐসাহী জিগর মেরা হৈ রুস্তমসে ন হোঁগা ।
 হম শ'ত যহ করতে হৈঁ কি বীমার তুমহারা,
 চঙ্গা ওহ কভী ইসায়ে মরীয়ম সে না হোঁগা ।
 জর'। জো "জফর" কে দর-এ-দৌলতকে হৈ যুশ'তাক,
 কম রুত'বেমেঁ ওহ নৈয়র-এ-আ'জম্'সে ন হোঁগা

-:::-

অনুবাদ

আমোদ প্রমোদের আয়োজন দুঃখময় হৃদয়ের দ্বারা হইবে না ;
 আমি দুঃখ হইতে সরিয়া যাইব কিন্তু দুঃখ আমাকে ছাড়িবে না

প্রত্যেক অশ্রুবিन्दু হইতে শত শত নদী প্রবাহিত হয়

সিক্ত আঁখির দ্বারা এখন কি কি হইবে না।

যদি আমাকে চুম্বন কর তো তোমাকে আমি প্রাণ দিব,

তোমার দ্বারা যদি উহা না হয় তবে আমার দ্বারা ইহা হইবেনা।

ঐ নয়ন তরবারির সম্মুখী হওয়া কি সাধ্য আছে,

*

এমনই আমার হৃদয় যে, রক্তমের দ্বারা তাহা হইবে না।

আমি পণ করিতেছি যে, তোমার এই রোগ

মেরীর পুত্র যীশুর দ্বারা কখনও উহা আরোগ্য হইবে না।

“জফর”-এর বাসভবন-দ্বারের যে ক্ষুদ্র কণিকাটী সে উচ্চাভিলাষী,

নীচ পদের সে, দিবাকরের ন্যায় হইবে না।

-:~:-

গزل

بہری تھی ساغر میں رات ساقی نے ایسی خوشبو شرابِ خالص -

نہ اُسکو پہنچے ھے مشکِ خالص نہ اُسکو پہنچے گلابِ خالص *

اس آرزو میں کہ اُسکے پانوں کے چہلے کوئی مجھے بنادے

ادھر تر ھے سیم ماہ خالص ادھر زر آفتاب خالص

* স্বপ্রসিদ্ধ পারস্য দেশীয় কবি ফিরদৌসীর রচিত মহাকাব্য “শাহ-নামায়” বর্ণিত বিখ্যাত বীর।

حلاوت اُس شیریں لعل لب کی نہ پوچھو برسے کی ہے یہ شیریں -
کہ جو کوئی انگبینِ خالص کو کھولدے لیکے آپِ خالص *

دلِ شکستہ درست میرا نہورے کیونکر کہ ہاتھ آئے -
تمہارے بوسہ کے خالِ مسکیں کے مومیائی شتابِ خالص *
سمیم گیسوے عنبریں سے تیرے وہ ہمسر کبھی نہرگا -
ہزار عنبرِ ظفرِ منگائے کہیں سے آئے پر حجابِ خالص *

:-O:-

গজল

ভরীখী সাগরমেঁ রাত সাকীনে ঐসী খুশবু শরাব-এ-খালিস্
ন উস্কো পহুঁচেহৈ মুশ্ক-এ-খালিস ন উস্কো পহুঁচে গুাব-এ-খালিস
ইস অরজুমেঁ কি উস্কো পাঁওঁ কে ছল্লে কোই মুঝে বনা দে,
ইধর তো হৈ সোম-এ-মাহ্ খালিস উধর জর-এ-আফ্তাব্ খালিস ।
হলাওত্ উস্ শীরীঁ লাল লব্ কী ন পুছো বুসেকী হৈ য়হ্ শীরীঁ,
কি জো কোই অঙ্গবীন্-এ-খালিসকো খোলদে লেকে আব-এ-খালিস ।
দিল-এ-শিকস্তা ছরস্ত মেরা নহো ওয়ে কুঁটনকর কি হাথ আয়ে,
তুমহারে বুসাকে খাল-এ-মুস্কীঁকে মোমীয়াই শিতাব খালিস ।
সমীমে-এ-গেস্ত-এ-অম্বরীঁসে তেরে ওহ হমসর্ কভী নহোগা,
কি হজার অম্বর “জফর” মঙ্গাইয়ে-কহীঁসে আয়ে পুরহিজাব খালিস ।

অনুবাদ

রজনীতে সাকী এমন সুবাসিত বিশুদ্ধ সুরাতে পাত্র পূর্ণ করিয়াছিল ;

বিশুদ্ধ যুগনাভি ও গুলাব সুবাসে তার সমকক্ষ হইতে পারে না ।

কেহ যেন আমাকে তার পদাঙ্গুলীর অঙ্গুরীয় করে, এই বাসনায় যে,

এদিকেতো বিশুদ্ধ রৌপ্য চন্দ্রমা, ওদিকে বিশুদ্ধ সবিতা ।

ঐ অরুণরঞ্জিত মধুর অধরচুশনের মধুরতা জিজ্ঞাসা করিওনা ইহা

হেন মধুর ;

কেহ যেন বিশুদ্ধ বারি লইয়া বিশুদ্ধ মধুপাত্র খুলিয়া দিয়াছে ।

আমার ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণ কেন সুস্থ হইবে না,

স্নিগ্ধকর মোমীআই রূপ তোমার কৃষ্ণতিল চুশন করিতেই পাইয়াছি

অম্বরে সুবাসিত তোর কুস্তল বাসের তুল্য উহা কখনই হইবে না,

সহস্র বিশুদ্ধ অম্বর যেখান হইতেই “জফর” আনয়ন করাউকনা

রে অবগুণ্ঠিতে ।

:*:-

গزل

בלائیں زلفِ جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے -

* بلا یہ کون لیتا جان پر لیتے تو ہم لیتے *

نہ لیتا کوئی سودا مول بازارِ محبت کا -

* مگر جان نقد اپنی بیچ کر لیتے تو ہم لیتے *

اُسے کیا ہے غرض جو بے سبب دھرتا پھرتا -

* دلِ نا کام اپنے کی خبر لیتے تو ہم لیتے *

جو ہوتا ہم سے ہم بستر بہلا کہہ تیرا کیا جاتا -
 تَرپ کر کررتیں شب بہر اگر لیتے تو ہم لیتے *
 لگایا جام ہرٹھوں سے جو اُس نے مجھ کو رشک آیا -
 کہ بوسہ اُس کے لبوں کا اے ظفر لیتے تو ہم لیتے *

-:~:-

পাঞ্জল

বলাএঁ জুল্ফ-এ-জান্নাকী অগর লেতে তো হম লেতে,
 বলা যহ কোঁন লেতা জান পর লেতে তো হম লেতে ।
 ন লেতা কোই সৌদা মোল বাজার-এ-মুহব্বত কা,
 মগর জান নকদ্ব অপনী বেচকর লেতে তো হম লেতে ।
 উসে ক্যায়হৈ গরজ জো বেসবব ওহ ঢুঢ়তা ফিরতা,
 দিল-এ-নাকাম অপনে কী খবর লেতে তো হম লেতে ।
 জো হোতা হমসে হমবিস্তর ভলাকহ তেরা ক্যা যাতা,
 তড়প কর করওটেঁ শবভর অগর লেতে তো হম লেতে ।
 লগায়্য জাম হোটোঁ সে জো উসনে মুঝাকো রিশ্ক আয়া,
 কি বোসা উসকে লবৌকা এঁ “জফর” লেতে তো হম লেতে ।

-:~:-

অনুবাদ

প্রিয়তমার কুস্তলের বালাই যদি নেয়, তো আমি নেই ;
 কে হেন আপদকে প্রাণেতে নেয়, নেয় তো আমি নেই ।
 প্রেমবাজারের পণ্য দ্রব্য কেহই ক্রয় করে না
 কিন্তু নিজমন নকদ্ব বিক্রয় করিয়া ক্রয় করিতো আমি ক্রয় করি ।

کی ائدشہ اکارہ سہ سڑیتہ فیریتہ،

اکیکہکر ہدیر سببب نہی تہ اامی سببب نہی ۔

امار سبب شبن کرلہ، بال—بل تہر کی یام،

ٹٹٹٹ کرلیا سارانیشی پارہپربببب کرلہ تہ اامی
کرلہ تہ کی ۔

سہ یہ اہرہ سرباا تہ ٹکایاٹیل ایہاتہ امار سرب ایہاٹہ،

ہہ “کفر” تہار اہر یڈی ٹببب کرلہ تہ اامی ٹببب کرلی ۔

—:~:—

ر

غمِ دل کس سے کہوں کوئی بھی غمِ خوار نہیں	غمِ فرقت کے سوا
اور اگر پوچھے کوئی قابلِ اظہار نہیں	چپکا رہنا ہے بہلا *
زلف کے پیچ سے چہت سکتا نہیں کوئی دل	اور یہ پیچ پہ پیچ
کون سا دل ہے کہ اُس میں گرفتار نہیں	ہے عجب دامِ بلا *
سیکڑوں ہیں جگر افگار ہزاروں دلِ ریش	تیرے ہاتھوں لیکن
پاس تیرے کوئی خنجر کوئی تلوار نہیں	ہاں مگر ناز و ادا *
کیا تیرے چشمِ سیہ مست کی کیفیت ہے	کہ جہاں ہے بدمست
جسکو اب دیکھو وہ بیدوش ہے ہوشیار نہیں	اے بتِ ہوشربا *
مر میٹے خاکِ درِ یار پہ عشاقِ ظفر	کہ جو ہونا سوہر
اتھ کے اب جائیں کہاں طاقتِ رفتار نہیں	مڈل نقشِ کفِ پا *

—:~:—

মুস্তজাদ্

গম্-এ-দিল কিম্ সে কহুঁ কোই ভী গম্খোআর নহী

গম-এ-ফুর্কতকে সিওয়া ;

ওর অগর পূছে কোই কাবিল-এ-ইজহার নহী

চুপকা রহনা হৈ ভাল।

জুল্ফ কে পেচ সে ছুট সকতা নহী কোই দিল

ওর য়হ পেচ প পেচ ;

কৌন সা দিলহৈ কি উস্মে গিরফতার্ নহী

হৈ অজব্ দাম-এ-বলা ।

সৈকেড়োঁ হৈ জিগর্ -এ-অফ্ গার হজারোঁ দিল রীশ

তেরে হাথোঁ লেকিন্

পাস তেরে কোই খন্জর কোই তরওয়ার নহী

হাঁ মগর্ নাঙ্গ ও অদা ।

ক্যা তেরে চশ্ম-এ-সিয়া মস্তকী কৈফিয়ত্ হৈ

কি জহান্ হৈ বদমস্ত,

জিস্কে অব্ দেখো ওহ্ বেহোশ্ হৈ ছশিয়ার নহী

ঐ বুত-এ-হোশ্ রুবা ।

মর মিটে থাক্-এ-দর-এ-য়ার প উশ্শাক্ “জফর”

কি জো হোনা সো হো,

উঠকে অব্ জায়েঁ কহাঁ তাকত্-এ-রফ্ তার্ নহী

মসল-এ-নকশ-এ-কক-এ-পা

অনুবাদ

অন্তর বেদন কাহাকে জানাইব দুঃখের দুঃখী কেহই নাই
বিরহ বেদন ব্যতীত ।

আর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, প্রকাশ করা সম্ভব নহে
নীরব থাকাই শ্রেয় ।

কুন্তলের ফাঁস হইতে কোন হৃদয়ই মুক্ত হইতে পারে না
ফাঁসের উপর ফাঁস,
হেন কোন্ হৃদয় আছে যাহা তাহাতে জড়িত নহে
আপদের অদ্ভুত ফাঁদ ।

তোর মনোহর উন্মত্ত চক্ষুর কি অবস্থা
যেন জগৎ উন্মত্ত,
যাহাকে দেখিস্ সে অজ্ঞান হইয়া যায় জ্ঞান থাকে না
অরে সুন্দরি, জ্ঞানহারিণি ।

শত শত ক্রত হৃদয়ে হইয়াছে, বহু সহস্র আঘাত অন্তরে লাগিয়াছে
তোর হাত হইতে, কিন্তু—
তোর নিকট কোন ছুরিকা ও তরবার নাই
আছে ঠাট ঠমক ।

প্রেমিক “জফর” মন্দিয়া বধূর দ্বারের ধূলার সহিত মিলিয়াছে
যাহা হইবার তাহাই হউক
এখন উঠিয়া কোথায় যাই, চলৎ শক্তিহীন—
পদচিহ্ন স্বরূপ ।

গزل

- সব কারِ جهان هيج ه سب کارِ جهان هيج -
 اس هيج سے اُميد ه اے هيج مدان هيج *
 جن نامورون کے کہ جهان زیرِ نگين تھا -
 اب دھونڈھ تو اُنکا ه کہاں نام و نشان هيج *
 مانندِ حبابِ ايك نفس ميں ه خرابي -
 اِس منزلِ فاني ميں ه بنيادِ مكان هيج *
 ايك عمر ره مایهٔ دنيا سے گراں بار -
 آخر کو جو دیکھا تو بهز بارِ گراں هيج *
 اِس باغ ميں تهوڑي سي بهار اور اسپر -
 اے نورگلِ خندان مجھے تشویش خزاں هيج *
 هو جنسِ تذگ يه هستي کے نه خواهاں -
 يه جنسِ يه بازار يه گوهر يه دکان هيج *
 آرازِ طرب گوشِ دل محو فنا سے -
 جز ناله و فریاد و بهز آه و فغان هيج *
 جو هزني هي هوگي نهیں امکان کہ نهروے -
 پھر فکر سے کیا فائدہ غير از خفقان هيج *
 کیا دیکھیں ظفرِ خانہٗ هستي کا تماشا -
 اس رهم کدا ميں ه بهز رهم و گمان هيج *

—*:—

গজল

সবকার-এ-জহান হীচ্ হৈ সব কার-এ-জহান হীচ্ ;

ইস হীচ্ সে উমেদ হৈ ঐ হীচ্ মদান্ হীচ্ ।

জিন্ নাম ওয়রৌকে কি জহান জের এ-নগীন থা,

অব চোঁচে তো উন্কাহৈ কহাঁ নাম ও নিশান হীচ্,

মানিন্দ-এ-হবাব এক নফ্‌স মেঁ হৈ খরাবী,

ইস্ মন্‌জল-এ-ফানী মেঁ হৈ বুনিয়াদ-এ-মুকান হীচ্ ।

এক উমর রহে মায়া-এ-তুনিয়াসে গিরাঁবার,

আখিরকো জো দেখা তো বজুজ্ বার-এ-গিরাঁ হীচ্ ।

ইস্ বাগমেঁ থোরীদী বহার ওর ফির উসপর—

ঐ নৌ গুল-এ-খন্দান মুবো তশোইশ-এ-খিজাঁ হীচ্ ।

হো জিন্‌স-এ-তনিক যহ্ হস্তীকে ন খোয়াইঁ,

যহ্ জিন্‌স্ যহ্ বাজার, যহ্ গোঁহর, যহ্ তুকান হীচ্ ।

আওয়াজ-এ-তরব গো-শ-এ-দিল-এ-মজ্‌ ফনা সে ।

জুজ নালা ও ফরিয়াদ ও বজুজ্ আহ্ ও ফুখান হীচ্ ।

জো হোনী হী হোগী নহাঁ ইম্‌কান্ কি নহো ওএ,

ফির ফিকরসে ক্যা ফা' এদা গৈর আজ খফকান্ হীচ্

ক্যা দেখেঁ “জফর” থানা-এ-হস্তীকা তমাশা,

ইস ওহম্‌ কদা মেঁ হৈ বজুজ্ ওহম ও গুমান্ হীচ্ ।

অনুবাদ

ধরাতলের সব কাজই তুচ্ছ, জগতের সব কাজই বৃথা ;

রে মুঢ় এই তুচ্ছ হইতেই আশা ভরসাও তুচ্ছ ।

এই ধরণী যে খ্যাতিনামাগণের আয়ত্তে ছিল,

এখন তাঁহাদের নাম ও চিহ্ন অনুসন্ধান করা যায় তো কোথাও

—কিছুই নাই ।

বুদ্বুদের ন্যায় যে এক নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়,

এই হেন নশ্বর স্থানে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা বৃথা ।

সারা জীবন জগতের ধনরত্নে ভারগ্রস্ত,

অবশেষে যাহা দেখিলাম ভারবোঝা ব্যতীত কিছুই না ।

এই কাননে বসন্ত ঋতু অল্প মাত্র স্থায়ী, আবার তার উপর—

হে নববিকসিত প্রসূন নষ্টশীল ঋতুর জন্য আমার দুর্ভাবনা বৃথা

ধরাতলের দ্রব্য সামগ্রীর কিছুমাত্র অভিলাষী হইও না,

এই দ্রব্য সামগ্রী, এই বাজার, এই রত্নরাজি, এই বিপণি আমার ।

হৃদয়-কর্ণে নষ্টশীল উল্লাসের রব,

রোদন, আর্তনাদ, দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপ ব্যতীত কিছুই না ।

যাহা হইবার হইবে, না হইবার কি শক্তি আছে,

চিন্তা করিয়া কি লাভ—বৃথা অনিদ্রাই ছার ।

জগতের রঙ্গ কি দেখিলাম “জফর”

এই কল্পিত স্থানে কল্পনা ও অনুমান ব্যতীত কিছুই নাই ।

غزل

جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے -

* کچھ ندیکھا پھر چلے آخر وہ پچھتائے ہوئے *

فرشِ مخمل پر بھی مشکل سے جن ہیں آتا تھا خواب -

* خاک پر سوتے ہیں اب وہ پائو پہلائے ہوئے *

جو مہیائے فنا ہستی میں ہیں مثلِ حباب -

* ہونے ہیں ارل ہی سے پیدا وہ کفنائے ہوئے *

غنیچے کہتے ہیں کہ ہرگا دیکھے کیا اپنا رنگ -

* جب چمن میں دیکھتے ہیں پھول کھلائے ہوئے *

غافل اس اپنی ہستی پر کہ ہے نقشِ بر آب -

* موج کے مانند کیوں پھرتے ہو بل کھائے ہوئے *

بے قدم نقشِ قدم کب بیتھ سکتا کہ ہم -

* آپ سے بیتھ نہیں بیتھتے ہیں بٹھلائے ہوئے *

اے ظفر بے آبِ رسمت اُسکے کیونکر بچھ سکے -

* نفسِ سرکش کے جو یہ شعلہ ہیں بھڑکائے ہوئے *

গজল

জো তমাশা দেখনে দুনীয়াকে থে আয়ে হোএ,

কুছ নদেখা ফির চলে আখির ওহ পচতায় হোএ ।

ফরশ-এ-মখমল পরভী মুশকিলসে জিনহেঁ আতাথা খোঁআব,

থাক পর সোতে হেঁ অব ওহ পাঁউ ফৈলায়ে হোএ ।

জো মুহীয়ায়ে ফনা হস্তী মেঁ হৈ মসল-এ-হবাব,

হোতে হৈ আউলহী সে পৈদা ওহ্ কফনায়ে হোএ ।

গুঞ্জে কহতে হেঁ কি হোগা দেখে ক্যা অপনা রঙ্গ ।

জব চমন মেঁ দেখ্তে হৈ ফুল খিলায়ে হোএ ।

গাফিলো ইস অপনী হস্তী পর কি হৈ নকশ-এ-বর আব্

মৌজ কে মানিন্দ কেঁয়া ফিরতে হো বলখায়ে হোএ ।

বে কদম্ নকশ-এ-কদম কব বৈঠ সকতা হৈ কি হম্

আপসে বৈঠে নাহিঁ বৈঠে হেঁ বঠলায়ে হোএ ।

ঐ “জফর” বে আব-এ-রহমত উসকে কেঁয়াকর বুঝ সকে,

নফস্-এ-সরকশকে জো য়হ শুলা হেঁ ভড়কায়ে হোএ

অনুবাদ

জগতের যে রঙ্গ দেখিবার জন্য সে আসিয়াছিল,

কিছুই দেখেনাই ফিরিয়া গিয়াছে অবশেষে পস্তাইয়াছে ।

মখমলের শয্যাতেও যাহার কক্ষে নিদ্রা হইত,

এখন সে পা ছড়াইয়া মাটিতে শয়ন করিতেছে ।

নশ্বর ধরাতলের ধন রত্ন বৃদ্ধবৃদের মত,

প্রথম হইতেই তাহাতে মৃত্যুকালীন পরিধেয় বেশ উদ্ভব হয়
কুসুম-কলিকাগুলি কহে দেখি নিজবর্ণ কিরূপ হয়,

মখন মালঞ্জে ফুল ফুটিয়াছে দেখিতে পায় ।

রে অসাবধান-জলের লিখন-স্বরূপ স্থায় অস্তিত্বের উপর—

তরঙ্গের ন্যায় কেন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছ ।

পদহীন পদচিহ্ন কখন বসিতে পারে, আমি—

নিজ হইতে বসি নাই, বসিয়াছি বসাইয়াছে বলিয়া ।

রে “জফর” তাহার দয়া-বারি ব্যতীত কিরূপে নিবিতে পারে—

পাপের এই যে অবাধ্য অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে ।

غزل

- عشق کے میدان میں ہم نے دیا سرکٹا -
 جو قدم آگے بڑھا پھر نہ وہ پیچھے ہٹا *
 دیکھتے ہی عشق کو عقل گئی ست پٹا -
 دل کو مرے آفریں یہ جو داتا تو داتا *
 تیغ نگہ کو ذرا تو نے جو چمکا دیا -
 بھول گئی دیکھ کر برق ہلا نا پٹا *
 عارضِ پُر نور پر کھول جو دی تو نے زلف -
 میں نے یہ جانا کہ ہے رات بڑھی دن گھٹا *
 عشق کی دولت ہے درد کون لے سکے دور -
 یہ نہ کس سے بٹی اور کسی سے بٹا *
 پھرتا ہے جوگی بنا تیرے لئے آفتاب -
 خطِ شعاعی نہیں سر پہ کھلی ہے جٹا *
 چشم کو ہے ترے کام جب سے پڑا سرمہ سے -
 زہر بھری ہر نگہ سانپ ہے پتھر چٹا *
 دامنِ رجب اے ظفر چاک ہوتا ہو رفو -
 دل نہیں جاتا سیا یہ جو پھٹا تو پھٹا *

গজল

ইশ্কে মৈদান মেঁ হমনে দিয়া সির কটা,
 জো কদম আগে বড়া গীছে ন হটা ।
 দেখতেহী ইশ্কে অকল গয়ী সিটপটা,
 দিলকো মেরে আফ্রীঁ য়হ জো ডাটা তো ডাটা
 তেগ-ত্র-নিগহকো জরা তুনে জো চমুকা দিয়া,
 ভুল গয়ী দেখকর বর্ক হিলা না পটা ।
 আরিজ-এ-পুর নূর পর খোল জো দি তুনে জুলফ্,
 মৈনে যহ্ জানা কি হৈ রাত বটী দিন ঘট ।
 ইশ্কে দৌলত হৈ দর্ কোন লে ওর কিস্কো দৌ,
 য়হ ন কিস্কে বটী ওর কিস্কে বটা ।
 ফিরতা হৈ যোগী বনা তেরে লিয়ে আফ্ তাব,
 খত্-এ-শু' আ' ই নহিঁ সিরপর খুলী হৈ জটা ।
 চশ্ম কো হৈ তেরে কাম জবসে পড়া সুরমা সে
 জহর ভরী হর নিগা সাঁপ হৈ পথরচটা ।
 দামন ও জেব্ অয় "জফর" চাক হো তো হো রফু
 দিল নহিঁ জাতা সীয়া জো ফটা তো ফটা ।

অনুবাদ

প্রেমের সময়-প্রাঙ্গণে আমি শিরশ্ছেদ করাইয়াছি ।

যে পদ সম্মুখে অগ্রসর করিয়াছি তাহা পশ্চাতে হটাই নাই ।

প্রেমকে দেখামাত্রই বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে,

আমার মনকে প্রশংসা করি, সে যে দৃঢ় হইয়াছে তো দৃঢ়ই

রহিয়াছে ।

ক্ৰেতবাক্যকে তুই যে অল্পমাত্র চমুকাইয়াছিস্

তার চমক দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি, হাতের মুখল নড়ে নাই ।

প্রদীপ্ত মুখের উপর তুই যে কুন্তলদাম আলুলায়িত করিয়াছিস্,

বুঝিলাম—রজনী বাড়িয়াছে, আর দিন ছোট হইয়াছে ।

বেদনা হইল প্রেম-সম্পত্তি, কে বা লইবে আর কাহাকে বা দিব,

ইহা কাহারও সঙ্গে ভাগ করা হয় নাই আর ভাগ

হইবারও নহে ।

তোমর জম্ব যোগী হইয়া দিবাকর ফিরিতেছেন,

তাঁর শিরোপরি রশ্মি জাল নহে—আলুলায়িত জটা ।

যখন হইতে তোমর চোখে স্মরমা দিয়াছিস্

বিষে ভরা চক্ষু দুটি কালসর্প হইয়াছে ।

রে “জফর” বসন ছিন্ন হইলে সিলাই করা যায়

হৃদয় সিলাই করা যায়না, ইহা ছিন্ন হইয়াছে তো ছিন্নই

হইয়াছে ।

غزل

- میں ہی دیوانہ فقط کیا ترے نقشہ پر ہوا -
- اے پری نقاش کا بھی نقشہ دیگر ہوا *
- دل مرا تھا غم کا گھر اے دلبر نازک مدن
- جبکہ ترا تیر آیا از گھر میں گھر ہوا *
- تو ترے نازک زیادہ گل سے بھی اے نازنین -
- پر خدا جانے ترا دل سخت کیوں پتھر ہوا *
- جسکو اے ساقی دکھایا تو نے اپنی چشمِ مست -
- پھر نہ وہ میکش کبھی منت کشِ ساغر ہوا *
- بس گیا بستر پہ جسم زار اک بستر کا تار -
- نیرا بیمارِ محبت سے اس قدر لاغر ہوا *
- ہم نے جانا تھا کششِ دل کی اُسے لائیگی کھینچ -
- اس کشش سے تو کشیدہ از وہ دلبر ہوا *
- فی الحقیقت وہ برے ہیں جو سمجھتے ہیں برا -
- اے ظفرِ اُسکی طرف سے جر ہوا بہتر ہوا *

গজল

মৈঁহী দিওয়ানা ফকত ক্যা তেরে নক্শা পর হোআ,
 অয় পরী নক্শ কা ভী নকশা-এ-দিগর হোআ ।
 দিল মেরা থা গমকা ঘর অয় দিলবর নাওক-এ-ফগন্
 জব্‌কি তেরা ভীর আয়া ঔর ঘরমেঁ ঘর হোআ ।
 তু তো হৈ নাজুক জ্যাদা গুলসে ভী অয় নাজনীন,
 পর খুদা জানে তেরা দিল সখত্‌ কেঁয়া পথর হোআ ।
 জিসকে অয় সাকী দেখায়া তুনে অপনী চশম-এ-মস্ত,
 ফির ন ওহ মৈকশ কভী মিন্নত-এ-কশ-এ-সাগর হোআ ।
 বন গিয়া বিস্তর প জসম-এ-জার এক বিস্তর কা তার
 তেরা বীমার-মহব্বত সে ইস কদর লাগর হোআ ।
 হমনে জানা থা কশিশ দিল কি উসে লায়েগী খাঁচ,
 ইস কশিশ সে তো কশীদা ঔর ওহ্‌ দিলবর হোআ ।
 ফিল হকীকত্‌ ওহ্‌ বুরে হৈঁ জো সমঝ্‌তে হৈঁ বুরা,
 অয় “জফর” উসকী তরফ সে জো হোআ বেহতর হোআ

-:O:-

অনুবাদ

শুধু আমিই কি তোঁর চিত্রে উন্মত্ত হইয়াছি
 হে সুন্দরি চিত্রকরের রূপও অন্যপ্রকার হইয়াছে
 আমার হৃদয় দুঃখের আগার ছিল রে মোহিনি ধনুর্ধারিণি,
 যখন তোঁর বাণ আসিয়া গৃহ অধিকার করিয়াছে ।

ہے تہی—توہتو کوسم ہہتو کومل،

کستہ بگبانو جانن، توہر ہدہر کین ہستہر ہای کٹین۔

رہ ساکو توہ یاہاکہ توہر مددستہ نہن دہہاہیہاہس،

سہہ سڑاپاہی پون: کখনو مدہرار ہارہی ہن نہہ۔

شہیہات ہلہاہیہر دہہ شہیہار ہکٹہ سڑہہہ ہہیہاہہ،

توہر ہرہہر روہہ ہن رڑہ کڑہ ہہیہاہہ۔

اہمہ ہاہیہاہلہام ہدہہر اہکڑہہ تہہاکہ ٹاہیہا اہہہہ،

ہہ اہکڑہہ تہہ ہرہتہما اہرہ ہرہکٹہ ہہیہاہہ۔

ہرکٹہہہہ ہہ ہند ہاہہ سہہ ہند،

ہہ ”جہر“ تہہار دہرا یاہا ہہیہاہہ ہالہہ ہہیہاہہ۔

غزل

دے دہا دل اور نہہہ ہہ یاد رہ کسکو دہا -

عشق کو کہو دے خدا اُس نے جہاں سے کہو دہا *

تہہ اُس نارک فگن نے جب لہا دل سے نکال -

زخم دل نے چارہ گر ناچار ہو کر رو دہا *

خواہ رہ داغ جنوں ہ خواہ کوئی اشک خون -

ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا عشق تو نے جو دہا *

عرصۂ یکدم پہ دریا میں اوبھرتا ہے حباب -

* ہستی مہوم نے کیا اسکو دم دے کہو دیا *

دیکھنا رنگِ محبت کیا دیکھاتا ہے بہار -

* تختۂ دامن پر اشکِ خون نے لالہ بر دیا *

میرے گریا نے ندھویا دل کا مرے یک داغ -

* ارر دل سے یار کے حرفِ محبت دھو دیا *

چاہے دلداري کرے چاہے دل آزاری کرے -

* اے ظفر اس دلربا کو ہم نے دل ابتر دیا *

-:O:-

سازن

دے دیا دل اور نہیٰ یھ ایاد وھ کسکو دیا،

یشککو خوہے خندا ئسے جھان سے خو دیا ।

تیر ئس ناوک-ا-فگن نے جھ لیا دل سے نکال،

جھم-ا-دیلنے چارا گر ناچار ہوکر رو دیا ।

خوآ وھ داگ-ا-جوں ہے خوآ کوآ اشک-ا-خون،

ہمے سر-ا-آآں پ رآا یشک تونے جو دیا ।

آرسا-ا-ےکدم پ دریآمے ئبرتاہے ہوا،

ہستی-ا-موتو نے کآا یشکو دمہے خو دیا ।

دھنا رگ-ا-مہبت کآا دھاتا ہے بہار،

تھتا-ا-دامن پر اشک-ا-خونے لالا رو دیا ।

মেরে গিরীয়ানে নখোইয়া দিলকা মেরে য়েক দাগ

ওর দিলসে ইয়ারকে হরফ-এ-মহববত খো দিয়া ।

চাহে দিলদারী করে চাহে দিল আজারী করে,

অয় “জফর” উস দিলরুবা কো হমনে দিল অবতো দিয়া

-:O:-

অনুবাদ

মন দিয়াছি আর ইহা স্মরণ নাই কাহাকে যে তাহা দিয়াছি ।

হে ভগবান্ প্রেমকে খোয়াইয়া দে, জগৎ হইতে সে আমাকে

খোয়াইয়া দিয়াছে ।

ধনুর্দ্ধারী যখন হুংপিণ্ড হইতে তীর বাহির করিল

ক্ষত হৃদয় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রোদন করিয়াছে ।

উহা উন্মত্তগণের চিহ্নই হউক অথবা রুধিরের অশ্রুবিन्दু,

আমি চক্ষুতে তুলিয়া রাখিয়াছি প্রেম তুই যাহা দিয়াছিল ।

নিমেঘে সাগরে বৃদ্ধ বৃদ্ধ উৎপন্ন হয়,

কল্লিত অস্তিত্বে তাহা ফুৎকারে খোয়াইয়া দেয় ।

দেখ প্রেমের বর্ণ কি শোভা দেখাইতেছে,

পুষ্পশয্যাপ্রান্তে রুধিরঅশ্রুবিन्दু “লালা” পুষ্পবপন করিয়াছে ।

আমার রোদনে হৃদয়ের একটা দুঃখচিহ্নও ধুইয়া ফেলে নাই,

বঁধুর অন্তর হইতে প্রীতির অক্ষর ধুইয়া ফেলিয়াছে ।

চায় প্রেমই করে, বা প্রাণই জ্বালাতন করে

রে “জফর” ঐ প্রিয়তমাকে এখন তো আমি প্রাণ সঁপিয়াছি ।

* অত্যন্ত যত্নের সহিত রাখা ।

গزل

- * কসিকو هم نے یہاں اپنا نہ پایا - جسے پایا اُسے بے گانہ پایا *
- * کہان دھونڈھا اُسے کس جا نہ پایا - کوئی پر دھوند نے والا نہ پایا *
- * اُڑا کر آشیاں صر صر نے میرا - کیا صاف اس قدر تنکا نہ پایا *
- * اُسے پایا نہیں آسان ہم نے - نہ جب تک آپ کہو یا نہ پایا *
- * دڑے دردِ دل میں کس سے پوچھیں - طیبِ عشق کو دھونڈا نہ پایا *
- * ظفرِ دل جانے یا ہم کون جانے - کہ پایا اُس میں کیا اور نہ پایا *

—:O:—

গজল

কিসীকো হামনে ইহাঁ अपना न पाया ;

जिसे पाया उसे बेगाना पाया ।

कहँ टूटा उसे किस् ज़ा न पाया ;

कोयी पर टोंডने ওয়ালা न पाया ।

উঢ়াকর আশিয়ান সর্ সর্ নে মেরা

কিয়া সাফ্‌ ইস্‌ কদর তিন্কা ন পায়া ।

উসে পায়া নহাঁ আসান্‌ हमने,

न जब तक आपको खोया न पाया ।

দওয়ে দ'দ-এ-দিল মৈঁ কিस्‌ সে পূছোঁ,

तबीब-ए-इशक को टोंडा न पाया ।

“জফর” দিল জানে যা হম্‌ কৌন জানে,

कि पाया उसमें क्या और क्या न पाया ।

- لیکے یک - تیری زلفوں کی بلائیں ہر روز -
 * ہاتھ ہم اپنے ترے سر کا قسم چومتے ہیں *
 حرف مطلب کا نہ مت جائے خطر ہے قاصد -
 * خط کو ہم یار کے با دیدہ نم چومتے ہیں *
 کچھ تو آتا ہے مزا یہ جو میرے زخمِ جگر -
 * کھول کر منہ لبِ شمشیرِ الم چومتے ہیں *
 کاٹیں ہونٹہ اپنے نکیوں ہم کہ لبِ ساغر سے -
 * منہ کو مے نوش ترے ہاے ستم چومتے ہیں *
 جائے کیا کعبہ میں چومیں حجر الاسود کو -
 * اے ظفرِ سنگِ دریار کو ہم چومتے ہیں *

—:~:—

গজল

করা হোআ অগর তেরে রুখসার কো হম চুমতে হৈঁ,
 যো মুসলমান হৈঁ ওহ্ কুরানকো সনম্ চুমতে হৈঁ ।
 জোশ-এ-ওহশত মৈঁ জো মৈঁ অপনা বঢ়াতা হো কদম্,
 খার-এ-সহর ঐ জুনুন্ মেরে কদম্ চুমতে হৈঁ ।
 লেকে এক শব্ তেরী জুলফোঁকী বলায়ে হরু রোজ
 হাথ হম্, অপনে তেরে শিরকা কসম্ চুমতে হৈঁ ।
 হরফ্, মতলব্কা ন মিট জায়ে খতর্ হৈ কাসিদ্,
 খত্কো হম ইয়ারকে বা দীদা-য়ে-নম্ চুমতে হৈঁ ।
 কুছতো আতা হৈ মজা য়হ জো মেরে জখম-এ-জিগর,
 খোলকর মুহ্ লব-এ-শম্শের-এ-অলম্ চুমতে হৈঁ ।

কাটেঁ হোঁঠ অপনে নকোঁ হম কি লবে সাগর,

মুহ্ কো মৈনোশ তেরে হায় সিতম্ চুমতে হৈঁ ।

জায়ে ক্যা ক'অবা মেঁ চুমেঁ হজরুল্ অসৌউদ্ কো,

অয় "জফর" সঙ্গ-এ-দর-এ-ইয়ার কু হম চুমতে হৈঁ ।

-:~:-

অনুবাদ

কি আসেযায় যদি আমি তোর কপোল চুম্বন করি ;

প্রিয়তমে মুসলমান যে, সে কুরান চুম্বন করে ।

উত্তেজনা-বশে আমি যে পদ অগ্রসর করিতেছি,

রে উন্মত্ত অরণ্যের কণ্টক আমার পদচুম্বন করিতেছে ।

এক নিশি তোর কুন্তলের বালাই লইয়া তোর মাথার দিব্য

প্রত্যহ আমি নিজ হস্ত চুম্বন করিতেছি ।

পত্রবাহক কাজের কথা মুছিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে,

জলভারাক্রান্ত চক্ষে আমি বঁধুর লিপি চুম্বন করিতেছি ।

কিছু তো রস পাওয়া যাইতেছে আমার এই হৃদয়ের ক্ষত যে,

মুখ মেলিয়া উত্তোলিত তীক্ষ্ণধার তরবার চুম্বন করিতেছে ।

কেন আমি নিজ অধর দংশন করিব না, হায় নির্ধুর হুরাপায়ী,

তোর অধর মদিরা পাত্রের সহিত চুম্বন করিতেছে ।

মকার ভজনালয়ে যাইয়া "কৃষ্ণ প্রস্তর"কে কি চুম্বন করিব,

রে "জফর" আমি বঁধুর দ্বারদেশস্থ প্রস্তর চুম্বন করিতেছি

* মকার প্রসিদ্ধ "ভজনালয়" ক'অবা" শরীফের মধ্যে "হজরুল অসৌদ্" নামে খ্যাত একটি কৃষ্ণবর্ণ-পাষাণ থণ্ড আছে । উহা স্পর্শ করিলে পাপ ক্ষয় হয়—এইরূপ মুসলমানদের ধারণা ।

غزل

- عجب اس عشق کے دریا کا ہم نے ماجرا دیکھا -
- بڑا تیراک اُسے دیکھا جسے دوبا ہوا دیکھا *
- ہوے جب ذائقہ سے موت کے ہم آشنا تجھ بن -
- کہا ناصح نے تو ہم نے محبت کا مزہ دیکھا *
- دوبا آشنائی نے ہمیں جسکی اُسے ہم نے -
- ندیکھا آشنا دیکھا تو بس نا آشنا دیکھا *
- نہ دیکھا آئینہ کی شکل میں صوفی نے رہ ہرگز -
- تماشا ہم نے جو دل کرے اپنا پر صفا دیکھا *
- کبھی محل یاں اور دیکھے اُنمیں آبادی -
- کبھی دیکھی خرابی اور اک ویرانہ سا دیکھا *
- چراغ و شمع میں کیا برق میں کیا اور شرر میں کیا -
- جہاں دیکھا وہاں اک جلوہ تیرے نور کا دیکھا *
- کیا کیا گیا گذر عالم ظفر آنکھوں کے آگے سے -
- کہیں کیا ہم نے جویاں مثل چشم نقش پا دیکھا *

শঙ্কর

অজব্, ইস্ ইশ্কে দরিয়াকা হম্‌নে মাজা দেখা ;
 বড়া তৈরাক্ উসে দেখা জিসে ডুবা হোআ দেখা ।
 হোএ জব্ জায়িকাসে মোতকে হম্‌ আশ্‌না তুঝ্‌ বিন্‌,
 কহা নাসিহ্‌নে তো হম্‌নে মুহব্বতকা মজা দেখা ।
 ডবোয়া আশ্‌নাযীনে হম্‌ জিসকী আসে হম্‌নে,
 নদেখা আশ্‌না দেখাতো বস্‌ না আশ্‌না দেখা ।
 নদেখা আইনাকী শকল্‌মেঁ সূফীনে ওহ্‌ হরগিজ্‌,
 তমাশা হম্‌নে জো দিল করকে অপনা পুর্‌ সফা দেখা ।
 কভী দেখা মহলিয়ঁ ঔর দেখা উসমেঁ আবাদী,
 কভী দেখী খরবী ঔর এক ওইরানা সা দেখা ।
 চিরাগ ও শমামেঁ ক্যা, বঁকমেঁ ক্যা, ঔর শররমেঁ ক্যা,
 জঁহা দেখা ওহঁ এক জলোয়া তেরে নূরকা দেখা ।
 গিয়া ক্যা ক্যা গুজর আলম “জফর” আঁথোকে আগে সে
 কহাঁঁ ক্যা হম্‌নে জোয়ঁ মসল-এ-চশম্‌, নক্‌শ পা দেখা ।

-:-:-

অনুবাদ

এই প্রেমমাগরে আমি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি ;
 স্ত্রীপুণ সন্তরণকারীকে তথায় ডুবিয়া যাইতে দেখিয়াছি ।
 তুই বিনে যখন আমি মরণস্বাদের প্রেমিক হইয়াছি,
 প্রকৃত বন্ধু বলিল যে, এতদিনে আমি প্রেমের রস পাইয়াছি

প্রীতি আমাকে ডুবাইয়াছে, যার আশায় আমি আছি,
 প্রণয়ভাজন দেখি নাই, তার পরিবর্তে অপ্রেমিক দেখিয়াছি।
 দর্পণের আকৃতিতে সূফী কখনও উহা দেখে নাই,
 সম্পূর্ণরূপে হৃদয় পরিষ্কার করিয়া যে রঙ্গ আমি দেখিয়াছি।
 কখনও রাজনিকেতন দেখিয়াছি আর দেখিয়াছি জনপূর্ণ,
 কখনও দেখিয়াছি ধ্বংসলীলা, আর দেখিয়াছি জনহীন স্থান
 কি প্রদীপে, কি বিদ্যুতে, কি অগ্নিশিখায়—
 যেখানেই দেখি সেখানেই তোর স্বর্গীয় উজ্জ্বল ভাতি দেখিয়াছি।
 “জফর” চক্ষুর সম্মুখে কি কি ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে,
 যেখানেই অনুসন্ধান করিয়াছি পদচিহ্ন স্বরূপ দেখিয়াছি।

-:~:-

গزل

- خارِ حسرتِ قبرِ تکِ دلِ میں کہتُنا جالیکا -
- * مرغِ بسمِ لے طرحِ لاشہ پہرتُنا جالیکا *
- دیکھئے کبتکِ جوابِ خط سے آنکھیں شاد ہوں -
- * راستہ دیکھا نہیں قاصد بہتُنا جالیکا *
- جانِ جالیکی جو عشقِ عارضِ گلِ رنگِ میں -
- * تختہ تابوتِ مثلِ گلِ مہکتا جالیکا *
- میں یہ کہتا ہوں کہ میری لاشِ پر اے دوستو -
- * اکِ زمانہ دیدہ حسرت سے تکتا جالیکا *

- مرگیا ہوں میں کسی کی حسرت دیدار میں -
 قبر تک لاشہ بھی میرا راہ تکتا جائیگا *
 سر کو میرے کانکر تشریف فرمائیگے اپ -
 خوں دل قدموں پہ آنکھوں سے ٹپکتا جائیگا *
 اے ظفر قائم رہے گی جب تلک اقلیم ہند -
 اختر اقبال اس گل کا چمکتا جائیگا *

-:-:-

سازش

خار-ہ-ہاتھ کبیر تک دیرمے ٹھیکتا جائیگا،
 مرق-ہ-بیرمیرکے ترہ لاشا فرکتا جائیگا ।
 دیرمے کب تک جوا-ہ-ہاتھ سے آٹھ شاد ہے،
 راستا دیر نہ کاسید بڑکتا جائیگا ।
 جان جائیگا جوا ہشک-ہ-آریج-ہ-گلبرگ مے،
 تھتاہے تابوت مسال-ہ-گل مہکتا جائیگا ।
 مے مہ کہتا ہے کی میری لاش پر آہ دواسا،
 اک جمانا دیرمے ہاتھ سے تکتا جائیگا ।
 مریگا ہے مے کسیک ہاتھ-ہ-دیر مے،
 کبیر تک لاشا ہی میرا راہ تکتا جائیگا ।
 سیرکوا میرے کاٹ کر تشریف فرمایا ہے اپ،
 خون-ہ-دیر کدیرمے پ آٹھ سے ٹپکتا جائیگا

অন্ন “জফর” কায়েম রহেগী জব তলক্ অক্লিম-এ-হিন্দ,
অখতর-এ-ইকবাল ইস গুলকা চমক্ তা জায়েগা ।

-:~:-

অনুবাদ

দুঃখের কণ্টক কবর পর্যন্ত আমার হৃদয়ে খটখট করিয়া যাইবে ;
অর্ক ছিন্নকণ্ঠ কুক্কুটের ন্যায় দেহ ছটফট করিয়া যাইবে ।
দেখা যাক কবে পর্যন্ত পত্রের প্রভ্যন্তরে নয়ন পুলকিত হয়,
পত্রবাহক পথ দেখে নাই পথ হারাইয়া যাইবে ।
অরুণরঞ্জিত বদনের প্রেমে যে প্রাণ যাইবে,
শবধার-কাষ্ঠ কুসুম যেন স্তবাস ছুড়াইয়া যাইবে ।
হে বন্ধুগণ আমি অনুরোধ করিতেছি, আমার মৃতদেহের প্রতি—
একবার দুঃখময় নয়নে চাহিয়া যাইবে ।
কাহারও অনুতপ্ত দৃষ্টিতে আমার প্রাণ গত হইয়াছে,
কবর পর্যন্ত আমার মৃতদেহ পথ তাকাইয়া যাইবে ।
আমার শিরশ্ছেদ করিয়া আপনি আসিবেন,
হুংপিণ্ডের রুধির চক্ষুর দ্বারা বিন্দু বিন্দু হইয়া পদে পড়িবে ।
রে “জফর” যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ বর্তমান থাকিবে,
এই প্রসূনের সৌভাগ্য-রবিও চমকিতে থাকিবে ।

-:~:-

غزل

- روز هے اک غم نیا میرے دلِ غمناک میں -
 روز هے ایک چاکِ تازه سینہ صد چاک میں *
- آنکو انجم مت سمجھنا میوے تیرِ آہ سے -
 ہو گئے روزں ہیں یکسر سینہ افلاک میں *
- اشکِ خوں مڑگاں سے ہیں اسطرح سے لپٹے ہوئے -
 لگ رہی جسطرح ہو آتش خس و خاشاک میں *
- پردہ مینا سے تو جلدی نکل اے دختِ رز -
 دیکھہ تو بیٹھے ہیں کب سے مست تیری تاک میں *
- اُسکے رخسارِ مصفا کی جو دیکھے آب و تاب -
 ملگئی بس آئینہ کی آبرو سب خاک میں *
- عشق کے دریا میں تیرے کون عاشق کے سوا -
 اے ظفرِ اتنی کہاں طاقت کسی تیراک میں *

-:~:-

গজল

রোজ হৈ এক গম নয়া মেরে দিল-এ-গমনাক্‌ মেঁ,
 রোজ হৈ এক চাক-এ-তাজা সীনায়ে সদ চাকমেঁ ।

উনকো অন্‌জম্‌ মত্‌ সমঝনা মেরে তীর-এ-আহ্‌সে,
 হো গিয়ে রোজন্‌ হৈঁ একসর সীনায়ে অফ্লাক্‌ মে ।

অশুক-এ-খুন মিজগাঁ সে হৈঁ ইস तरह সে লিপ্টা হোএ,
লগ্নরহী জিস तरह হো আতশ্ খস ও খাসা মেঁ ।

পরদা-এ-মীনা সে তু জল্দী নিকল, অয় দখত-এ-রজ,
দেখ্ তু বৈঠেইঁ কব্ সে মস্ত তেরী তাক মেঁ ।

উসকে রুখসার-এ-মুসফাকী জো দেখে আব ও তাব,
মিল গয়ী বস আইনাকী আবরু সব খাক্ মেঁ ।

ইশককে দরিয়া মেঁ তৈরে কোঁন আশককে সিওআ,
অয় “জফর” এতনী কহাঁ তাকুত কিসী তৈরাক মেঁ ।

-:~:-

অনুবাদ

আমার দুঃখিত হৃদয়ে প্রত্যহ এক নূতন দুঃখ উপস্থিত হয় ;
শত খণ্ডে ছেদিত বক্ষ প্রত্যহ নূতন খণ্ডে কর্তিত হয় ।

উহাকে গ্রহ নক্ষত্র বুঝিওনা, আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাণে—

আকাশ-বক্ষ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে ।

রুধির অশ্রুবিন্দু পক্ষ্মে এরূপ জড়িত হইয়াছে,

ঘাস ও আবর্জনায় যেন আগুন লাগিয়া রহিয়াছে ।

ভাণ্ডের অন্তরাল হইতে দ্রাক্ষাদুহিতা তুই শীঘ্র চলিয়া আয়,
দেখ্ কখন হইতে উন্মত্ত ব্যক্তি তোর অপেক্ষায় রহিয়াছে ।

* পারস্য কবিতায় মদিরাকে দ্রাক্ষাদুহিতা বলিয়া অভিহিত করা হয় ।

تارن پرکھار کپولنر اؤجھلنن یاءن آءنن،
مکرنر سمنان ڈولانن ٱرنرن نر۔

ٱرنمک بآننن ٱرنم-سانرن کس سسرنرر کر،
رنر "جفر" نرن شكنن کون سسرنررکارنر آانن

—:~:—

غزل

- نمارن زرنن رنار ن نـار بسنن
 * نمارن رنر س ن رنر اننار بسنن *
 کالن ن سارن ٱاقرن زرن مرن مرن سرخ
 * نـار گل ن ن نـاوش ن نـار بسنن *
 نبر بسنن کن ن ن کچنن ن ن ساقن
 * ٱنالن نر ک ن ن نر آمد نـار بسنن *
 کنا بسنن ن مل ن کا رننن جو اس ن
 * نمان سال ران نـار اننظار بسنن *
 نوا جور ن گل رننن انا بسنن ٱوش
 * نوارر باغن نـار مرن نـار رقار بسنن *
 جو دننن نر ن عرق ٱنن زعفرانن کر
 * عرق عرق ن رن رر شرمسار بسنن *
 سمجھن ن صحن ٱمن مرن اس گل نرگس
 * کھن نون ن ظفر ٱشمن ٱر نـار بسنن *

গজল

হমারী জরদী, রুখসার হৈ বহার-এ-বসন্ত,
 হমারে রঙ্গসে হৈ রঙ্গ-এ-ইতবার বসন্ত ।
 কহাঁ হৈ সাগর-এ-য়াকুত-এ-জরদী মেঁ মৈ-এ-স্বর্থ,
 বহার-এ-গুল্ হৈ হমাগোশ হমকিনার-এ-বসন্ত ।
 খবর বসন্ত কী ভী কুছ তুঝে হৈ অম্ম সাকী
 পিয়ালা ভর কি হৈ ফির আমদ বহার-এ-বসন্ত ।
 কিয়া বসন্তকে মিলনেকা ওয়াদা জো উসনে,
 তমাম সাল রহা হমকে ইন্তজার-এ-বসন্ত ।
 হোআ জো ওহ গুল রঙ্গীন অদা বসন্তী পোশ্
 তো ওর বাগ-এ-জহান মেঁ বঢ়া ভিকার-এ-বসন্ত ।
 জো দেখ্তা তেরে অর্ক-এ-চীন জাফ্রানী কো
 অর্ক অর্কহী রহে রু-এ-শর্মসার বসন্ত ।
 সমঝ ন সহন-এ-চমন্ মেঁ উসে গুল-এ-নর্গিস্
 ঝুকী হোই হৈ “জফর” চশম পর খুমার-এ-বসন্ত ।

-:~:-

অনুবাদ

বসন্তের সৌন্দর্য আমার গীতবর্ণের কপোলে রহিয়াছে ।
 আমার বর্ণই বসন্তবর্ণের খ্যাতি জ্ঞাপন করিতেছে ।
 লোহিত মদিরা-পূর্ণ গীতাভ মণি-পাত্র কোথায় ?
 বসন্ত-প্রসূন মধু ঋতুর সহিত চুম্বনালিঙ্গন করিতেছে

রে সাকী—বসন্তের সংবাদও কিছু রাখিস কি ?

সে যে মধুমাসে মিলনের জন্য প্রতিক্ষিত হইয়াছিল,

ঐ অরুণবর্ণা সুন্দরী যখন বাসন্তী বেশ ধারণ করিয়াছে,

তোর কুঙ্কুমবর্ণ বদনের ঘন্ম দেখিলে—

মালঞ্চ প্রাপ্তনের উহাকে “নর্গিস” পুষ্প বুলিও না।

ساقیا مستِ ازل کو نہیں درکار شراب -

زیرِ محراب در ابرو رہ ہیں آنکھیں بد مست :

ہم پی ٹیس خور جگر کیونکہ نہ تنہائی میں -

فراقِ مستی کے مزے پوچھے کوئی مفلس سے -

* পুষ্প বিশেষ । পারশ্ব দেশীয় কবিগণ ইহার সহিত চক্ষুর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন

- مے کشی کا ہے یہی بزمِ محبت میں مزا -
 دلِ عاشق ہو کباب اور لبِ یار شراب *
 دیں عرقِ کہینچ کے کٹنے ہی نہ صحت ہوا ہے -
 یہی ہے جب تک نہ تری چشم کا بیمار شراب *
 گرے ہاتھوں سے میرے جامِ بلائے توڑا -
 پرگرے پانوں سے گر کر نہ گنہگار شراب *
 چشمِ مست کے کرشمہ سے عجب کیا کہ پیٹے -
 زاہد گوشہ نشیں بھی سرِ بازار شراب *
 بات دل کی نہ کہی اس بتِ عیار نے ایک -
 اے ظفر ہم نے پلائی اسے سو بار شراب *

-:~:-

شعر

ساقی! مثنوی-ا-بخل کو نہیٰ درکارِ شراب،
 وہ نسا اور ہی ہے کھاتے یہ مرنے والے شراب۔
 جگر-ا-میرا-ا-نہ اترے وہ ہے آٹھ بدمعاش،
 آئے مسجید میں ہے کہتا گیت یہ مے خواہاں شراب
 ہم پیئے خون-ا-جگر کہتا کی ن تہائی میں
 تو پیئے ہو کہ جو ہم سہبت-ا-بغیوارِ شراب۔
 فاکا مثنوی کے مجھے پوچھ کوئی مفسر سے،
 گیت یہ بس بخت سے ہے کاہکے جہنم والے شراب۔

মৈকশীকা হৈ য়েহী বজম-এ-মুহব্বত মে মজা,
 দিল-এ-উশ্শাক হো কবাব ঔর লব-এ-য়ার শরাব ।
 দেঁ অর্ক খাঁচকে কিত্নেহী ন সিহত হোআ হৈ,
 পীতে জব তক ন তেরী চশম্ কা বীমার শরাব ।
 গিরকে হাখোসে মেরে জাম-এ-বলায়ে টুটা,
 পর গিরে পাঁওঁসে গির কর না গুন্হগার শরাব ।
 চশম্ মস্তকে কিরিশমা সে অজব কিয়া কি পীয়ে,
 জাহিদ-এ-গোশানশান ভী সর-এ-বাজার শরাব ।
 বাত দিলকী ন কহী উস বুত-এ-অয়ার নে এক
 অয় “জফর” হমনে পিলায়ী উসে সোবার শরাব ।

-:~:-

অন্মাদ

রে সাকী অনন্ত উন্মত্তের নিকট মদিরার প্রয়োজন নাই ;
 ঐ উন্মাদনা অন্তরূপ, এই অপবিত্র সুরা তার কাছে কি ।
 ছুটি বাঁকা ভুরুর নীচে মদিরাতে বিভোর আঁখি ছুটি—
 ঐ মদ্যপ কেন সুরাপান করিয়া মসজিদে আসিয়াছে ।
 আমি হৃদয়ের রুধির-পান করিয়াছি, কেননা আমি একা,
 তুই যে অন্তের সহিত একত্রে মদিরা পান করিয়াছিস ।
 উপবাসের উন্মাদনার রস কোন দরিদ্রকে জিজ্ঞাস কর,
 বিষাক্ত মদিরাকে এত স্নেহে পান করে কেন ।

প্রণয়-সন্মিলনে সুরাপানের প্রকৃত রস এই—

প্রেমিকগণের হৃৎপিণ্ড যেন দন্ধ মাংস আর বঁধুর অধর যেন সুরা হয় ।

কতই অরিষ্ট চুয়াইয়া দিয়াছে কিন্তু আরোগ্য হইল না

যে পর্য্যন্ত রোগী তোর নয়ন মদিরা পান না করে ।

আমার হাত হইতে পড়িয়া ঐ আপদ সুরাপাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

কিন্তু পাপী সুরা পা হইতে পড়িয়া যায় না ।

উন্মত্ত নয়নের যাত্নে এমন আশ্চর্য আছে যে,

নির্জনবাসী সন্ন্যাসীও সর্বসমক্ষে সুরাপান করে ।

ঐ চতুরা সন্দরী একটীও মনের কথা বলে নাই,

রে “জফর” আমি তারে শত বার সুরাপান করাইয়াছি ।

-:~:-

مخمس

ستم کرتا ہے مجھے مہری سے کیا کیا آسمان یدہم -

دل اس کے ہاتھ سے پُردرد ہے اور چشم ہے پُرنم -

کرونکا پر نہ شکوہ گرچہ ہوں گے لاکھ غم پر غم -

کہے جاونگا میں ہردم یہی جب تک ہے دم میں دم -

خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

- فلک کے ہاتھ سے کیا کیا میرا دل رنج بہتا ہے -
- کہ اک اشکوں کا دریا چشم سے دن رات بہتا ہے -
- نہیں فرصت ذرا غم سے اسی میں غرق رہتا ہے -
- مگر تائیدِ حق پر جب نظر کرتا ہے کہتا ہے -

خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

- غم و اندوہ سے حالت ہوئی ہے اس قدر میری -
- کہ ہوتا ہے غم ہی غمیں اب صورت دیکھ کر میری -
- اگرچہ بارِ غم سے اب شکستہ ہے کمر میری -
- نہیں پر دل شکستہ میں خدا پر ہے نظر میری -

خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

- میرا دل رنج و غم سے ہے بہت جس رقت گہبراتا -
- تو یہ احوال ہوتا ہے نلیجہ منہ کو ہے آتا -
- نہیں ہرگز سمجھتا کوئی گر ہے لاکھ سمجھاتا -
- مگر جب میں یہ کہتا ہوں تو بارے ہے تھر جاتا -

خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

- بلا سے گر نہیں کوئی رفیق و آشنا میرا -
- خدا پر دھیان ہے میرا نگہبان ہے خدا میرا -
- خدا آسان کرے گا گر ہے مشکل مدعا میرا -
- خدا حامی ہے میرا اور خدا مشکل کشا میرا -

خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

- نہیں غمخوار کوئی کون کر سکتا ہے غمخواری -
 توقع جن سے یاری کی تھی وہ کرتے ہیں عیاری -
 خدا سے اپنے میس رکھتا اُمیدِ مددگاری -
 زبان ہے جب تلک منہ میں زباں سے ہے یہی جاری -
- * خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *
- کوئی مغرور اپنے زور پر ہے کوئی دولت پر -
 کوئی نازان شکوہ: رشان پر ہے کوئی حشمت پر -
 ظفر تکیہ کیا میں نے فقط اُس کی عنایت پر -
 اسی سے میں یہی کہتا ہوں راضی اپنی قسمت پر -
- * خدا دارم چہ غم دارم خدا دارم چہ غم دارم *

-:~:-

مثنوی

سیتہ کرتا ہے بے مہر سے کیا کیا آسمان پہنچے،
 دل اس کے ہاتھ سے پور درد ہے اور چشم ہے پور نم۔
 کروں گا پور نہ شیکوایاں گرچہ ہوں لاکھ گم پور گم،
 کہہ جاؤں گا میں ہر دم سے یہی جوتک ہے دم سے دم۔

خدا دارم چہ غم دارم، خدا دارم چہ غم دارم۔

کلکے ہاتھ سے کیا کیا میرا دل رنج سہتا ہے،
 کہ ایک آنکھ کی دہریا چشم سے دن رات بہتا ہے۔
 نہ ہوں فورسز، جہاں گم سے ایسی میں گرے رہتا ہے

মগর তায়েদ-এ-হক্ পর জব নজর করতা হৈ কহতা হৈ ।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্
গম্ ও অন্দোহ্ সে হালত্ হোয়ী হৈ ইস্ কদর মেরী,
কি হোতা গম্‌হী গমগীন অব্ সুরত দেখ্ কর মেরী ।
অগরচে বার-এ-গম্‌সে অব্ শিকস্তা হৈ কমর মেরী,
নহীঁ পর দিল শিকস্তা মৈঁ খুদা পর হৈ নজর মেরী ।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্ ।
মেরা দিল রঞ্জ ও গমসে হৈ বহুত জিস ওস্তা ঘবরাতা,
তো য়হ অহোআল্ হোতা হৈ কলীজা মুঁকো হৈ আতা ।
নহীঁ হরুগিজ্ সমঝতা কোই গরহৈ লাখ সমঝাতা,
মগর জব মৈঁ য়হ কহতাছ্ তো বারে হৈ ঠহর জাতা ।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্ ।
বলাসে গার নহীঁ কোই রফীক্ ও আশ্‌না মেরা,
খুদা পর ধ্যান হৈ মেরা নিগহ্‌বান্ হৈ খুদা মেরা ।
খুদা আসান করেগা গো হৈ মুসকিল মদছু'আ মেরা,
খুদা হামী হৈ মেরা ওর খুদা মুশকিলকশা মেরা

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্ ।
নহীঁ গম খোয়ার কোয়ী কোন্ করসক্‌তা হৈ গম্‌খোয়রী,
তোঅক্‌ জিনসে যারী কী থী ওহ্ করতে হৈঁ অয়ারী ।
খুদাসে অপনে মৈঁ রখ্‌তা উমেদ-এ মদদ্ গারী,
জবানহৈ জব তলক্ মুঁ মেঁ জবানসে হৈ য়েহী জারী ।

খুদা দারম্ চে গম্ দারম্, খুদা দারম্ চে গম্ দারম্ ।

কোয়ী মগরুর অপনে জোর পরহে কোয়ী দৌলত পর,
কোয়ী নাজান শিকোহ্ ও শান পরহে কোই হশমত পর ।
“জফর” তকিয়া কীয়া হমনে ফকত উসীকী ইনায়েত পর,
ইসীসে মৈ এহী কহতাছ্ রাজী অপনী কিসমত্ পর ।

খুদা দারম্ চে গম দারম্ খুদা দারম্ চে গম দারম্ ।

-:~:-

অনুবাদ

নির্দয় রূপে অদৃষ্ট আমাকে ক্রমান্বয়ে অশেষ যাতনা দিতেছে ;

তাহার দ্বারা হৃদয় অতি ব্যথিত ও চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে ।

লক্ষ বেদনার উপর আরও যদি বেদনা হয়—দুঃখ প্রকাশ করিব না ;

যতদিন পর্য্যন্ত শ্বাস থাকে সর্বদা আমি এই বলিয়া যাইব,

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

অদৃষ্টের হাত হইতে আমার হৃদয় কত যে দুঃখ সহিতেছে ;

চক্ষু হইতে দিবানিশি নদীরূপী অশ্রুধারা বহিতেছে ।

ক্ষণকালেও দুঃখ হইতে অবকাশ পাইতেছি না তাহাতেই ডুবিয়া আছি ;

কিন্তু ভগবানের সাহায্যের উপর যখন দৃষ্টি করি—এই বলি,

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

দুঃখে ও ক্লেশে আমার হেনরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ;

আমার আকৃতি দেখিয়া দুঃখই দুঃখিত হয় ।

যদিও দুঃখ-ভারে আমার কটিদেশ বক্র হইয়াছে

কিন্তু দুর্বল হৃদয় হই নাই—ভগবানের প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে,

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

আমার হৃদয় যখন দুঃখে তাপে অত্যন্ত উত্তোলিত হইয়া উঠে
তখন এই অবস্থা ঘটে যেন জ্বলন্ত মুখে আসিয়া পড়ে ।
লক্ষ্যবার বুঝাইলেও কিছুতেই বুঝিতে চাহে না,
কি প্রবোধ মানিয়া যায় যখনই আমি কহি—

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

আপদে যদিও আমার বন্ধু বান্ধব কেহই নাই
ভগবানে আমার ধ্যান রহিয়াছে, তিনিই আমার রক্ষাকারী ।
যদিও আমার কষ্ট রহিয়াছে ভগবান্ শাস্তি প্রদান করিবেন ;
ভগবান্ আমার সহায় আছেন আর তিনি আমার ক্লেশের ত্রাণকর্তা ।

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

ব্যথার ব্যথী কেহই নাই, কে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে ;
বন্ধুতার জন্ত যাহার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম সেই শঠতা করিতেছে ।
ভগবানের উপরই আমি সাহায্যের ভরসা রাখি—

যতদিন পর্য্যন্ত মুখে জিত থাকিবে জিত ইহাই বলিয়া যাইবে,

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

কেহ নিজ শক্তির জন্ত, কেহ ধনরত্নের জন্ত অহঙ্কৃত ;
কেহ জাঁকজমকের জন্ত, কেহবা আত্ম সম্মানের জন্ত গর্বিত ।
“জফর” আমি নির্ভর করিয়াছি কেবল তাঁহারই করুণার উপর ;
তাহাতেই বলি—আমি নিজ অদৃষ্টের উপর সম্ভ্রষ্ট আছি ।

ভগবান্কে অন্তরে রাখিয়াছি, কেন দুঃখ রাখিব ।

مستزاد

میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں
 تو ہے معشوق تجھے غم سے سرور کا نہیں
 دل ر دیں تیرے حوالے کئے کرتے ہی طلب
 پھر جو بیزار ہے تو مجھ سے بتا اسکا سبب
 بھیجے خط سیکڑوں لکھ کر تمہیں ہشیاری سے
 تم نے بھیجا نہ جواب ایک بھی عیازی سے
 طلبِ بوسہ پر کیوں اتنا برا مان تے ہو
 دیکھو ہم ہیں جاں باز جن ہے جان تے ہو
 ہے حیاتِ ابدی گر ہو شہادت حاصل
 تیرے آبِ دم شمشیر کو تیرا بسمل
 کیا کہوں میں تیرے اندازِ ر ادا کا عالم
 دیکھ کر ہوش رہیں کیا نکل جائے گا دم
 نہ تر تقدیر سے ہو اور نہ تحریر سے ہو
 ہم تر کہتے ہیں ظفر جو ہو تقدیر سے ہو

کہ ہے غم میری غذا -
 کھائے غم تیری بلا *
 اور جو کچھ کہا سب -
 میری تقصیر ہے کیا *
 بڑی دشواری سے -
 یہ بھی قسمت کا لکھا *
 ہمیں پہچان تے ہو -
 کرتے ہیں جان فدا *
 تیرے ہاتھوں قاتل -
 سمجھ ہے اب بقا *
 ہے ستم ہاے ستم -
 اے بتِ ہوش ربا *
 اور نہ تدبیر سے ہو -
 ہے یہی بات بجا *

মুস্তজাদ্

মৈঁ ছুঁ আশক মুঝে গম্ খানে সে ইন্কার নহীঁ
 কি হৈ গম্ মেরী গিজা ।
 তু হৈ ম'শুক্ তুঝে গমসে সরোকার নহীঁ
 খায়ে গম তেরী বলা ।
 দিল ও দীন তেরে হোঁআলে কিয়ে করতেহী তলব
 ওঁর জো কুছ কহা সব,
 ফির জো বেজার হৈ তু মুঝসে বতা ইসকা সবব্
 মেরী তকসীর হৈ ক্যা ।
 ভেজে খত সৈকড়েঁ। লিখ কর তুমহেঁ হোশীয়ারী সে
 বড়ী দশোআরী সে,
 তুমনে ভেজা ন জোঁআব একতী অয়ারী সে
 য়হতী কিস্মত্কা লিখা ।
 তলব-এ-বুসা পর কোঁ ইত্না বুরা মান্তে হো
 হমেঁ পহচান্তে হো,
 দেখো হম হৈ ওহী জান্বাজ্ জিন্হে জানতে হো
 কর্তে হৈঁ জান্ ফিদা ।
 হৈ হৈআতে-এ-অব্দী গর হো শহাদত্ হাসিল
 তেরে হাথোঁ কাতিল,
 তেরে আব-এ-দম শম্সের কো তেরা বিস্মিল
 সম্ঝা হৈ আব-এ-বকা ।

ক্যা কহুঁ মৈঁ তেরে অন্দাজ্ ও অদা কা আলম
 হৈ সিতম হায় সিতম,
 দেখ কর হোশ রহেঁ ক্যা নিকল জায়েগা দম
 অয় বুত-এ-হোশরুবা ।
 ন তক্রীর সে হো গুর ন তহরীর সে হো
 গুর ন তদ্বীর সে হো,
 হম তো কহতে হৈঁ “জফর” জো হো তকদীর সে হো
 হৈ এহী বাত বজা ।

অনুবাদ

প্রেমপিপাসী আমি দুঃখ ভঞ্জন করিতে আমার আপত্তি নাই
 দুঃখই আমার খাতি ।
 তুই প্রেমপাত্রী দুঃখের সহিত তোর সম্পর্ক নাই
 তোর দুঃখের বালাই নেই ।
 হৃদয় ও ধর্ম চাওয়া মাত্র তোরে সমর্পণ করিয়াছি
 আর যাহা কিছু বলিয়াছি
 সেই সব,
 তবুও তুই আমার প্রতি ক্ষুণ্ণ রহিয়াছিস ইহার কারণ বল
 আমার কি অপরাধ হইয়াছে ।

শত শত লিপি সাবধানে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি
 অতি কষ্টের সহিত,
 তুমি চতুরতা পূর্বক একটাও উত্তর প্রেরণ কর নাই
 এইরূপ অদৃষ্টের লিখা ।

চুম্বন-প্রার্থী হওয়াতে কেন এত মন্দ ভাবিতেছ
 আমাকেত চিন,
 দেখ আমি সেই জীবন উৎসর্গকারী সাহসী যাহাকে জ্ঞান
 প্রাণ বলি দেই ।

অমরত্ব লাভ করিব যদি প্রাণ বিসর্জন করি
 রে ঘাতক তোর হাতে,
 তোর তীক্ষ্ণ ধার তরবারিকে তোর নিহত প্রাণী
 অবিনশ্বর অমৃত ভাবিয়াছে ।

তোর ঠাট ঠমকের বিষয় আমি কি বলিব
 কি উৎপীড়ন, হায় উৎপীড়ন
 দেখিয়া কি জ্ঞান রহে প্রাণ নির্গত হইয়া যায়
 রে চৈতন্যহারিণি ।

বাক্যালাপের দ্বারাও হয়না লেখা পড়ার দ্বারাও হয় না
 আর যত্ন চেঁচায়ও হয় না,
 আমি ত বলি “জফর” যাহা হয় তাহা অদৃষ্ট বলেই হয়
 এই কথাই প্রকৃত ।

غزل

دیکھ کر اس مہ کو رقتِ بے حجابی آفتاب -

* ہو گیا منہ پر بجائے آفتابی آفتاب *

تیرے مے نوشی کے خاطر ساغرِ سیمیں ہوا -

* اور گزک کے واسطے زریں رکابی آفتاب *

خانہ آئینہ میں ہے اس رخِ روشن کا عکس -

* جلوہ گر ہے یا میانِ برجِ اسد آفتاب *

اپنی چشمِ مستِ گردش اگر دکھلائے تو

* رقصِ مستانہ کرے مثلِ شرابی آفتاب *

شام کا وعدہ کیا ہے اُس مہِ بے مہر نے -

* یا الہی آج چھپ جائے شتابی آفتاب *

وہ ہلالِ ابرو اگر چمکائے تیغِ مغربی -

* نکلے مشرق سے لئے رہاں آفتابی آفتاب *

صبح ہوتے ہی سدھارے ہے وہ میرے گھر سے ماہ -

* روز کرتا ہے یہی خانہ خرابی آفتاب *

رک سے ہے اے ظفرِ رنگِ شفق میں غرقِ خون -

* دیکھ کر پرشاک اُس مہ کی گلابی آفتاب *

সাজল

দেখ কর উস মা কো ওক্ত-এ-বেহিজাবী আফতাব্,
হো গিয়া মুঁহ্ পর বজায়ে, আফতাবী আফতাব ।

তেরী মৈনোসীকে খাতির সাগর-এ-সীমীন্ হো আহ্,
ওর গজক্কে ওআন্তে জরী' রিকাবী হো আফতাব্ ।
খানা-এ-আইনা মে'হৈ উস রুখ-এ-রৌশন কা অকস,
জলুআগর হৈ যা মিয়ান-এ-বুর্জ-এ-অসদ্ আফতাব ।

অপনী চশ্ম-এ-মস্ত-এ-গর্দিশ্ অগর দেখালায়ে তু,
রক্‌স-এ-মস্তানা করে মসল্-এ-শরাবী আফতাব্ ।
শাম কা ওআদা কিয়া হৈ উস মাহ-এ-বে মেহের নে,
য়া ইলাহী আজ ছিপ জাএ শিতাবী আফতাব ।

ওহ্ হলাল-এ-অক্রে অগর চম্কাএ' তেগ-এ-মগ্রিবী
নিরুে মশ্‌রিক সে লিয়ে আফতাবী আফতাব ।
সুবহ্ হোতেহী সিধারে হৈ ওহ্ মেরে ঘরসে মাহ্,
রোজ করতা হৈ এহী খানা খরাবী আফতাব ।
রিশ্ক সে হৈ অয় "জফর" রঙ্গ-এ-শফক্ মে' গর্ক খূন,
দেখ কর পোশাক উস্ মাহকে গুলাবী আফতাব ।

অনুবাদ

ঐ চন্দ্রমাকে অনাবৃত থাকার কালে রবি দেখিতে পাইয়া,
স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তে রবির মুখ অরুণ হইয়া গিয়াছে।

আহা—তোর সুরাপানের জন্য রৌপ্য নির্মিত পান-পাত্র হউক,

আর চাটনি রাখিবার জন্য সোনার রিকাবী ভানু হউক।

অন্তরস্থ মুকুরে ঐ প্রদীপ্ত বদনের প্রতিবিন্দু প্রতিফলিত রহিয়াছে,
অথবা সিংহ রাশিতে দিবাকর স্প্রকাশিত রহিয়াছে।

মদিরাতে বিভোর ঘূর্ণিত নিজ নয়ন তুই যদি দেখাস,

সুরাপায়ীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া ভানু নৃত্য করিতে থাকে।

ঐ নির্দয় চন্দ্র সায়ংকালে দেখা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল
হে ভগবান্ ! আজ যেন দিবাকর শীত্র লুকায়িত হয়।

ঐ জ্বলন্ত তরবার স্বরূপ যদি পশ্চিম দিকে চমকাও

অরুণ রঞ্জিত হইয়া ভানু পূর্ব গগনে উদ্ভিত হয়।

যামিনী গত হওয়া মাত্রই ঐ চন্দ্রমা আমার ভবন হইতে চলিয়া যায়,
এইরূপে প্রত্যহ রবি আমার বাসগৃহের অনিষ্ট করিতেছে।

ঐ চন্দ্রমার অরুণ বর্ণ বেশ দেখিতে পাইয়া

রে “জফর” ঈর্ষায় রবি রুধির রঞ্জিত সন্ধ্যায় ডুবিয়া যায়।

مثلی

- بتاؤں میں کس کو کیا کہاں ہوں اور کہاں کا ہوں *
- اپنے دیس کو چھاندے کے ہم نکلے پردیس -
- جیسے ریت اُس دیس کی ویسا کینا بھیس -
- کہ میں اُس باغ میں محو تماشا باغبان کا ہوں *
- تجھہ بن رہن اندھیری میں جو مارے آہ کے تارے -
- سارے تارے دھوئیں کے مارے ہو گئے کارے کارے -
- ہمیشہ رنگ نیلا دیکھتا میں آسمان کا ہوں *
- نہ میں مانگ نے میں مورتی نہ میں ہیرا اپنا -
- نہ میں چاندی نہ میں سونا جیسا بنایا بنا -
- بلا سے سگ ہوں میں لیکن اُس کے آستان کا ہوں -
- پیم نگر کی گھٹی ہے گھاٹی گوں ادھر کو جارے -
- میری دگر پر جو کوئی آئے رہے ہی راستہ پارے -
- کہ پیچھے کاروان کے نقش پا میں کاروان کا ہوں *
- کوئی اپنے مال ملک پر کر زفر نت مغروری -
- میرے من میں مال ہشیاری سنا پوری -
- ظفر میں درجہاں میں خاک یا فخر جہاں کا ہوں *

মুসল্লস

বতাউ মৈঁ কিসকো ক্যা, কহাঁ হুঁ ওর কহাঁকা হুঁ ।

অপনে দেসকো ছাঁডকে হম নিক্লে পরদেস,

জৈসে রীত উস দেশকী দেখী ওইসা কীনা ভেস ।

কি মৈঁ ইস বাগমেঁ মহো-এ-তমাশা বাগবানকা হুঁ ।

তুঝবিন রৈন অঁধেরীমেঁ জো মারে আহ্কে তারে,

সারে তারে ধোয়েঁকে মারে হো গয়ে কারে কারে ।

হমেসা রঙ্গ নীলা দেখতা মৈঁ আসামানকা হুঁ ।

ন মৈঁ মাঙ্গনে মেঁ মোতী নমৈঁ হীরা অপনা,

ন মৈঁ চাঁদী ন মৈঁ সোনা জৈসা বনায়া বনা ।

বলাসে সগ্ হুঁ মৈঁ লেকিন উসকে আস্তানকা হুঁ ।

পেম নগরকী প্ৰটী হৈ ঘাটী কোঁন উধরকো জাওএ,

মেরী ডগর পর জো কোয়ী আওএ ওহহী রাস্তা পাওএ

কি পিছে কারোআনকে নক্স-এ-পা মৈঁ কারোআনকা হুঁ ।

কোয়ী অপনে মাল মুলুক পর করোফর নিত মগ্‌রুরী

মেরে মনমেঁ মাল-এ-হুশয়ারী সমাপুরী ।

“জফর” মৈঁ জহান মেঁ থাক-এ-পা ফখর-এ-জহানকা হুঁ ।

অনুবাদ

আমি কাহাকে কি বলিব কোথায় আছি আর কোথাকার ।

নিজ দেশ পরিত্যাগ পূর্বক বিদেশে চলিয়াছি,

ঐ দেশে যে প্রকার রীতি দেখিয়াছি সেইরূপ বেশধারণ
করিয়াছি ।


আমি এই কাননে কাননাধিকারীর নষ্টশীল রঙ্গ হই ।

তুই বিনে আঁধার রজনীতে আমি যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছি
নক্ষত্র সমুদয় ধূমেতে কাল কাল হইয়া গিয়াছে ।

আমি সর্বদা স্তনীল গগন দেখিতে পাই ।

আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী নহি হীরকের আকাঙ্ক্ষী নহি,

স্বর্ণ রৌপ্যও চাই না যেরূপ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ সেই রূপ কর ।

 আপদে আমি কুকুর হইয়াছি কিন্তু তাহার আস্তানার ।

প্রেম নগরের পথ ভয় কে সে দিকে যায়,

যে আমার পন্থাবলম্বী হয় সেই সরল পথ প্রাপ্ত হয় ।

যাত্রীদিগের পদচিহ্ন স্বরূপ আমি তাহাদের পশ্চাতে থাকি ।

কেহ নিজ সম্পত্তি ও দেশের জাঁকজমকে গর্বিত,

আমার অন্তর সাবধানতার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ।

“জফর” আমি স্বর্গ ও মর্ত্তে ধরার গর্বের পদধূলি ।

ব্রজ ভাষায় রচিত গজল

যেম অগিনি নিত মোহে জরাওবে থাকা মেদ কহুঁ কা সে

পী হো পাস তো জী হো ঠন্ডা অপনী বিপতা কহুঁ বঝা সে ।

রতিয়া গুজারুঁ রোবত রোবত দিন কো গুজারুঁ আহাঁ লীচ

মেরে মনকো মোসোঁ ন পুছ পুছ মেরে বিপতা সে ।

যাহী বিরহা দুরজন হোবে যাহী বিরহা সরজন হোবে

না ছোটো যা বিরহা মোসোঁ না ছোটোঁ মঁ বিরহ সে ।

নেন খুলে কুছ আরহী দেখুঁ মোঁদো তো কুছ আরহী আর

কীব ঘাকো সাঁচ ন জানে দেলী বাত কহুঁ জাসে ।

মনকে অন্তর পীয়া কলন্দর তেরে “জফর” আ বসা

কাম পড়ো जब वासे तुहारो काम रहा क्या दुनोया से ।

-:~:-

ব্রজভাষা ও খড়ীবোল নামে দুই প্রকার হিন্দীভাষা প্রচলিত আছে হিন্দী গল্প রচনায় এবং বাক্যালাপে ব্যবহৃত হয়—ব্রজভাষায় কেবল কবিত থাকে । কিন্তু মধ্যো মধ্যো খড়ীবোল হিন্দীতেও যে কবিতা রচিত না হ’ ইহা বিয়ল ।

অনুবাদ

প্রমানল নিত্য আমাকে দহন করিতেছে ইহার ভেদ কাহাকে বলিব,
প্রিয়তম নিকটে থাকিলে প্রাণ শীতল হইত তাহাকে দুঃখ জানাইতাম।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশা যাপন করিব দিন যাপন করিব

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া

আমার মনের অবস্থা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না

আমার বিপত্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

বিরহই দুর্জ্জন হইয়াছে বিরহই সজ্জন হইয়াছে,

বিরহ আমাকে পরিত্যাগ করে না বিরহ হইতে আমি মুক্ত হইব না।

নয়ন মেলিলে এক রূপ দেখি, মুদিলে অন্তরূপ দেখি,

কাহাকেও সত্য ভাবিলাম না দেখিলাম না যার সঙ্গে কথা বলিব।

কালর “জফর” তোর অন্তরে সেই প্রিয়তম আসিয়া বাস করিয়াছে,

তার সঙ্গেই যখন তোর কাজ পড়িয়াছে জগতের সহিত

আর কি কাজ আছে।

